কপ ২৮-এ প্রথম বার উন্মোচিত হল ধর্মীয় প্যাভিলিয়ন

সারে-জমিন

বিধানসভায় ভাঙড়ে সেতু সংস্কারের দাবি নওশাদের

রূপসী বাংলা

মায়ানমার কি এবার ভেঙে যেতে চলেছে

সম্পাদকীয়

ভূগোলে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল

স্টাডি পয়েন্ট

বার্সেলোনার জয়ে ফেলিক্সের 'প্রতিশোধ'

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৫ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২০ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 327 ■ Daily APONZONE ■ 5 December 2023 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আত্মজীবনী লেখায় কাফিল খানের বিরুদ্ধে এফআইআর

আপনজন ডেস্ক: ২০২১ সালে এক আত্মজীবনী লিখেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কাফিল খান। সেই আত্মজীবনীতে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উসকানি দেওয়ার' অভিযোগে ডা. কাফিল খানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ২০১৭ সালের গোরক্ষপুর অক্সিজেন ট্র্যাজেডি নিয়ে লেখা তাঁর বই বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করার অভিযোগে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা এবং রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ডাক্তার কাফিল খান ও আরও পাঁচজন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস হাসপাতালের অসঙ্গতি তুলে ধরার জন্য ২০১৭ সাল থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিরলস ভাবে ডাইনি শিকারের শিকার হওয়া খান ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর দায়ের করা এফআইআর-এ বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর লেখা স্মৃতিকথাটি ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এটিকে শাহরুখ খান অভিনীত সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্র জওয়ান-এ ২০১৭ সালের আগস্টের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী চিত্রের সাথে যুক্ত করেছিলেন। তা জনমনে প্রভাব ফেলায় এই ব্যবস্থা।

'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় যাচ্ছি না: মমতা

'আসন ভাগাভাগি না হওয়ায় কংগ্রেসের ভরাডুবি'

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বিরোধী জোটের পরবর্তী সমন্বয় বৈঠকে যোগ দেবেন না। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির ব্যবস্থা না থাকায় সাম্প্রতিক রাজ্য নির্বাচনে কংগ্রেস হেরেছে।এমত অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানান ওই দিন উত্তরবঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে।তাই তিনি ওই বৈঠকে যোগদান করতে পারবেন না।
তিনি বলেন, 'আমি এ বিষয়ে (বৈঠক) অবগত নই। সে জন্য আমি ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সেখানে আমার সাত দিনের কর্মসূচি রয়েছে। আমি যদি জানতাম, আমি কি এই প্রোগ্রামটি রাখতাম? আমি অবশ্যই এর জন্য যেতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও তথ্য না থাকায় আমি উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছি। সূত্রের খবর, তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসও বৈঠকে যোগ হয়ত যোগ দেবে না।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পর কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেন, বৈঠকটি 'অনানুষ্ঠানিক' ছিল।
কংগ্রেস প্রধান মল্লিকার্জুন খাড়গে গতকাল বিরোধী জোটের পরবর্তী বৈঠক ডেকেছিলেন, যদিও তিনটি রাজ্যে বিজেপির কাছে বড় পরাজয় হয়েছিল। গত ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে শেষ বৈঠকের পর তিন মাস পর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বৈঠকে আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিজেপি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে জয় লাভ করে এবং কংগ্রেসকে পরাজিত করে হিন্দি হার্টল্যান্ডে তাদের দখল শক্ত করে তোলে। তেলেঙ্গানায় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ভারত রাষ্ট্র সমিতিকে (বিআরএস) পরাজিত করে আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল বলে মনে করছেন কংগ্রেস।
রাজ্য নির্বাচনের দিকে মনোনিবেশ করার কারণে বিরোধী জোটকে অচলাবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া কংগ্রেস, বিরোধী জোটের শরিকদের কাছ থেকে সমালোচনার মুখে পড়েছে, যারা একসাথে নির্বাচন না লড়ার দলের সিদ্ধান্তকে দোষারোপ করেছে।
এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের ভোটে লড়ার সিদ্ধান্তের ফলে 'ভোট বিভাজন' হয়েছে। কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে। তারা মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান জিততে পারত। কিছু ভোট কেটেছে 'ইন্ডিয়া' জোটের দলগুলো। এটাই সত্য। আমরা বলেছিলাম আসন ভাগাভাগির প্রস্তাব দিয়েছি। ভোট বিভাজনের কারণেই তাঁরা হেরেছেন," পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এক ভাষণে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সবাইকে একত্রিত করার প্রয়াসকে আরও বেগবান করতে হবে। এটি তাদের কথায় নয়, কর্মে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।
শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছে। খুব বেশি সময় অবশিষ্ট নেই এবং তাই, আমাদের অবশিষ্ট সময়টি ব্যবহার করা উচিত। স্বার্থকে উপেক্ষা করে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে।
রাজনৈতিক অহংকার বাদ দিয়ে, যারা নিজ নিজ অঞ্চলে শক্তিশালী এবং দক্ষ তাদের লড়াই করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এতে জনগণ উপকৃত হবে।" গতকাল ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা ভারতীয় জোটের কথা দেরিতে স্মরণ করার জন্য কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, "৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস প্রধান 'ইন্ডিয়া' জোটের কয়েকজন নেতাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তারা তিন মাস পর 'ইন্ডিয়া' জোটের কথা স্মরণ করেন। দেখা যাক"।
পরাজয়ের একদিন পর কংগ্রেস জানিয়েছিল, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে কী ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।
সূত্রের বরাত দিয়ে খাড়গে বলেন, 'ভুল হয়েছে এবং আমরা তা সংশোধন করব। তিনি আরও বলেন, "কিছু রাজ্যে অত্যধিক আস্থা এবং যথাযথ প্রার্থী ও প্রচারে অস্বীকৃতি নির্বাচনের শেষ কয়েক দিনে আমাদের ক্ষতি করেছে। বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা অবশ্য জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ফলাফল গুলি বিজেপি ব্লককে প্রভাবিত করবে না, জোর দিয়ে বলেছেন যে লোকসভা নির্বাচনের জন্য ব্লককে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, "জয়-পরাজয় তো হয়ই। পরাজয় থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, পাশাপাশি যারা জিতেছে তাদের কাছ থেকেও শিখতে হবে। ভারতকে এক হতে হবে, এটি সবার জন্য এবং আমাদের দেশকে শক্তিশালী করতে হবে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, 'আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম, 'ইন্ডিয়া' জোটকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা এই পয়েন্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম যে, যে সব অঞ্চলে দলগুলো শক্তিশালী, সেসব অঞ্চলে আমাদের সমর্থন দিতে হবে। ২০২৪ সালের নির্বাচন হবে ঐতিহাসিক। পরিবর্তন আসবেই'।

পাঁচ রাজ্যে ৬৭৮ বিধায়কের মধ্যে মুসলিম মাত্র ১৫জন

জাইদুল হক

আপনজন: পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ভোট ঘোষিত হয়েছে। রবিবার ঘোষিত চারটি রাজ্যের ফলাফলে রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ১৬৩টি আসন, রাজস্থান ১১৫টি আসন এবং ছত্তিশগড় ৫৪ টি আসনে জয়লাভ করেছে। আর তেলেঙ্গানার ৬৪টি আসনের মধ্যে আটটিতে জয়লাভ করেছে। সব মিলিয়ে চার রাজ্যে মোট ৬৩৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৩৪০টি আসনে। আর উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে বিজেপি মুসলিমদের একটিও টিকিট দেয়নি।
৪০ আসনের মিজোরামে যেহেতু কোনও দলই মুসলিম প্রার্থী দেয়নি তাই তাকে বাদ দিয়ে চার রাজ্য তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ৬৩৮টি আসনের মধ্যে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ১৫জন। এদের মধ্যে কংগ্রেসের সাতজন, এআইএসআইএম-এর সাতজন ও একজন নির্দল।
তেলেঙ্গানায় ১১৯ আসনের মধ্যে যে সাতজন জয়ী হয়েছেন তাদের সবাই আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম থেকে। যদিও ৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। মিম-এর জেতা সাতজন বিদায়ক হলেন, আকবরউদ্দিন ওয়াইসি, (চন্দ্রায়ণ গুট্টা), মীর জুলফিকার আলী (চার মিনার), মুহাম্মদ মুবীন (বাহাদুরপুরা), আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিলালা (মালিকপ্যাট), মুহাম্মদ মজিদ হোসেন (নামপল্লি), জাফর হোসেন (ইয়াকুতপুরা) ও কাউসার মহিউদ্দিন (কারওয়া)।
তেলেঙ্গানায়কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল ৬জন। তাদের মধ্যে অন্যতম হল মুহাম্মদ আজহারউদ্দিন ও প্রাক্তন মন্ত্রী মুহাম্মদ আলী শাব্বির। তাদের কেউই জিততে পারেনি। ফলে কংগ্রেস ৬৪ আসনে জিতলেও তাদের কোনও মুসলিম বিধায়ক থাকল না। চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএস তিনজন প্রার্থী দিয়েছিল। তাদেরও সবাই হেরেছেন। রাজস্থানে এ বার মোট ছজন মুসলিম বিধায়ক হয়েছেন। তাদের রাজস্থানে কংগ্রেস ১৪ জন মুসলিম প্রার্থীকে প্রার্থী করেছিল, যার মধ্যে পাঁচজন নির্বাচনে জিতেছেন। তারা হলেন, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ২৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র দুটি আসনে মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল। তারা অবশ্য জিতেছে।
ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস মহম্মদ আকবরকে প্রার্থী কাওয়ার্ধা থেকে প্রার্থী করেছিল। কিন্তু তিনি নির্বাচনে জিততে পারেননি। যদিও গতবার তিনি কংগ্রেসেরই বিধায়ক ছিলেন।
রাজস্থানে মোট পাঁচজন মুসলিম বিধায়ক হয়েছেন। এর মধ্যে কংগ্রেসে যে ১৫ জন মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল তার মধ্যে চারজন জয়ী হয়েছেন। তারা হলেন রফিক খান (আদর্শ নগর), আমিন কাজজি (কিষাণপোল), জুবায়ের খান (রামগড়), হাকিম আলি খান (ফতেহপুর) এবং জাকির হুসেন গেসাওয়াত (মাকরানা)। আরনির্দল প্রার্থী হিসেবে ইউনিস খান দেদওয়ানা কেন্দ্র থেকে জিতেছেন। অবশ্য, রাজস্থানে ২০১৮ সালে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ছিল ৯ জন। তা কমে হল পাঁচজন।
কংগ্রেসের যেসব মুসলিম প্রার্থী হরেছন তাদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন মন্ত্রী সালেহ মহম্মদ ও জাহিদা খান। মহম্মদ পোখরান আসনে ৩৫,৪২৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হন মহন্ত প্রতাপ পুরীর কাছে। তিনি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। জাহিদা খান কামান আসনে হেরে গেছেন। এছাড়া রফিক ম্যান্ডেলিয়া ও নাসিম আখতারও পরাজিত হয়েছেন। ম্যান্ডেলা এর আগে ২০১৩ ও ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এবং ২০১৪ ও ২০১৯ সালে দুটি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
কংগ্রেসের অন্য পরাজিতদের অন্রতম হলেন ইমরান খান (তিজারা), দানিশ আবরার (সোয়াই মাধপুর), ওয়াজিব আলী (নগর), নাঈমুদ্দিন গুড্ডু (লাডপুরা) এবং শাহজাদ আইয়ুব (সুরসাগর)।
মধ্যপ্রদেশে মাত্র দুজন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। তারা দুজনেই কংগ্রেসের। তারা হলেন আতিফ আরিফ আকিল (উত্তর ভোপাল) আরিফ মাসুদ (মধ্য ভোপাল)।

ইসরায়েল সম্পর্কিত পণ্য বয়কট সহায়তায় 'নো থ্যাঙ্কস' অ্যাপ

আপনজন ডেস্ক: 'নো থ্যাঙ্কস' নামে নতুন এক অ্যাপস বাজারে এসেছ যা ইসরাইলের সম্পর্কিত পণ্য বয়কটের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।এই অ্যাপ ব্যবহারকারীরা কোনও পণ্যের বারকোড স্ক্যান করে বা তার নাম লিখলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জানা যায় পণ্যটি কতটা "ইসরায়েলকে সমর্থন করে"। তারপরে " নো থ্যাঙ্কস' বা কোনও ধন্যবাদ নেই" প্রদর্শিত হয় - নির্দিষ্ট পণ্য না কেনার জন্য একটি আবেদনও থাকে সেখানে। টিকটক এবং এক্স-এর ভিডিওতে দেখা যায় যে কোকা-কোলা এবং নেসকাফের মতো সংস্থাগুলি তালিকাভুক্তদের মধ্যে রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি ১৩ নভেম্বর চালু হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত এক লক্ষ বারেরও বেশি ডাউনলোড করা হয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়া মন্তব্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ভারত থেকে বেলজিয়াম পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে লোকেরা অ্যাপটিতে আগ্রহী।
হামাসের নেতৃত্বাধীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বোমা বর্ষণের ফলে গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। তারপর থেকে, বিশ্বজুড়ে অনেক লোক নিজেকে বা ফিলিস্তিনিপন্থী বা এমনকি হামাসপন্থী হিসাবে অবস্থান নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মন্তব্য অনুযায়ী, 'নো থ্যাঙ্কস' বয়কট অ্যাপটি মূলত ফিলিস্তিনপন্থী সমর্থকরা ডাউনলোড করেছেন।
অ্যাপ্লিকেশনটি আর গুগল প্লেস্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে না এবং ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত,।
আইওএস, অর্থাৎ অ্যাপল ডিভাইসগুলির জন্য কোনও সংস্করণ নেই। যাইহোক, অ্যাপ্লিকেশনটি এখনও পরোক্ষ উপায়ে ডাউনলোড করা যেতে পারে।মূলত এপিকে ফাইল ডাউনলোড করে অ্যাপটি ইনস্টল করা যাবে। কিন্তু এই "নো থ্যাঙ্কস" আপের এর পিছনে কে আছে এবং এর উদ্দেশ্য আসলে কী? এবং কেন অ্যাপটি প্লেস্টোরে আর উপলব্ধ নয়? এই সব প্রশ্নের উত্তর অ্যাপটি নিজেই জানিয়েছে, 'নো থ্যাঙ্কস' তৈরি করেছেন বর্তমানে হাঙ্গেরিতে বসবাসরত আহমেদ বাশবাশ। তার উদ্দেশ্যে, ইসরায়েল সম্পর্কিত পণ্য বয়কটা করা।

২০২২-এ একেবারেই খুন-মুক্ত লাক্ষা দ্বীপ

দেশে খুনের তালিকায় শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ, বাংলার স্থান ষষ্ঠ

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালে ভারতে ২৮,৫২২টি খুনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, ৭০ শতাংশই পুরুষ: এনসিআরবি
আপনজন ডেস্ক: এনসিআরবির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ভারতে মোট ২৮,৫২২টি খুনের এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে – প্রতিদিন গড়ে ৭৮টি বা প্রতি ঘণ্টায় তিনটিরও বেশি – যা ২০২১ সালে ২৯,২৭২ টি এবং ২০২০ সালে ২৯,১৯৩ টি ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর বার্ষিক ক্রাইম রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি খুনের ঘটনায় ৯,৯৬২টি মামলা নিয়ে বিবাদ, ৩,৭৬১টি ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বা শত্রুতা' এবং ১,৮৮৪টি ক্ষেত্রে 'লাভ'।
এনসিআরবি জানিয়েছে, সারা দেশে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় খুনের হার ২.১ এবং এই ধরনের মামলায় চার্জশিট ছিল ৮১.৫। ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি ৩,৪৯১টি এফআইআর দায়ের হয়েছে, এরপর বিহারে ২,৯৩০টি, মহারাষ্ট্রে ২,২৯৫টি, মধ্যপ্রদেশে ১,৯৭৮টি এবং রাজস্থানে ১,৮৩৪টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে ১৬৯৬টি। এনসিআরবি জানিয়েছে, ২০২২ সালে সবচেয়ে কম খুনের ঘটনা ঘটেছে সিকিম (৯টি), নাগাল্যান্ডে (২১টি), মিজোরামে (৩১টি), গোয়ায় (৪৪টি) এবং মণিপুরে (৪৭টি)।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে, রাজধানী দিল্লিতে ২০২২ সালে ৫০৯ টি খুনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, তারপরে জম্মু ও কাশ্মীর (৯৯), পুদুচেরি (৩০), চণ্ডীগড় (১৮), দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ (১৬), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (৭), লাদাখ (৫) এবং লাক্ষাদ্বীপ (শূন্য)। ২০২২ সালে সারা ভারতে খুনের হার সবচেয়ে বেশি ছিল ঝাড়খণ্ডে (৪), অরুণাচল প্রদেশে (৩.৬), ছত্তিশগড় ও হরিয়ানায় (উভয়ই ৩.৪), আসাম ও ওড়িশায় (উভয়ই ৩)।
উত্তরপ্রদেশ (১.৫), বিহার (২.৩), মহারাষ্ট্র (১.৮), মধ্যপ্রদেশ (২.৩) এবং রাজস্থান (২.৩) প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় অপরাধের দিক থেকে এগিয়ে আছে।
বয়সের নিরিখে হত্যার শিকার ৯৫.৪ শতাংশই প্রাপ্তবয়স্ক।
এনসিআরবি জানিয়েছে, মোট খুনের শিকারদের মধ্যে ৮,১২৫ জন মহিলা এবং নয়জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি, যার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ পুরুষ। বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কে সতর্ক বার্তায় এনসিআরবি বলেছে, পুলিশের তথ্যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অপরাধ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় এবং এভাবে পুলিশের অকার্যকারিতার প্রতিফলন বলে প্রাথমিক অনুমানটি ভুল। 'অপরাধ বৃদ্ধি' এবং 'পুলিশের দ্বারা অপরাধের নিবন্ধন বৃদ্ধি' স্পষ্টতই দুটি ভিন্ন বিষয়, একটি সত্য যা আরও ভাল বোঝার প্রয়োজন। সুতরাং একটি কার্যকর পুলিশ প্রশাসন অপরাধের সংখ্যা কম রাখতে সক্ষম হবে বলে কিছু মহল থেকে বারবার যে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা ভুল। "রাজ্য পুলিশের তথ্যে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কিছু নাগরিক কেন্দ্রিক পুলিশ উদ্যোগের কারণে হতে পারে, যেমন ই-এফআইআর সুবিধা বা মহিলা হেল্পডেস্ক চালু করা ইত্যাদি। "অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি যথাযথভাবে সমাধানের জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত অন্তর্নিহিত কারণগুলির পেশাদার তদন্তের প্রয়োজন।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২৭ সংখ্যা, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২০ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

স্বার্থ ও প্রয়োজন

পাগলেও নাকি নিজের ভালো বুঝে। যে কোনো ব্যাপারে নিজের উপকার, লাভালাভ, সুযোগ-সুবিধা পৃথিবীর সকল মানুষ অবচেতনে পরিমাপ করিয়া দেখে। মানসিক সন্তুষ্টি ব্যতীত কেহ কিছু করিতে চাহে না। ইহাকেই অনেকে স্থূল অর্থে 'স্বার্থ' বলিয়া থাকে। সুতরাং এক অর্থে আমরা সকলেই স্বার্থপর এবং তাহা দোষণীয়ও নহে। বরং নিজের অস্তিত্বের জন্য সকলকেই স্বার্থপর হইতে হয়। তবে উহারও একটি সীমা রহিয়াছে। নিন্দা-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে উঠে, তখনই আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি।'
একইভাবে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। ...বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল।' আবার প্রাকৃতিক নির্বাচনে ডারউইন বলিয়া গিয়াছেন—সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট—অর্থাত্‌ যোগ্যতমরাই টিকিয়া থাকিবে। এইখানেও বুদ্ধি ও স্বার্থের প্রশ্ন আসে সারভাইভের জন্য।
বাস্তবিক অর্থে একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীটা বড়ই জটিল এবং কঠিন। জ্ঞানীরা উপলব্ধি করিতে পারেন—হিংসায় উন্মত্ত নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের ঘোর কুটিল ধরণিতে টিকিয়া থাকাটাই অনেক বড় ব্যাপার। সেই জন্য যাহারা টিকিয়া আছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তাহাদের শুকরিয়া জানানো উচিত। তবে আমরা এই চিত্রের বিপরীতে দেখিতে পাই, এই পৃথিবীতে কত ধরনের ভূরাজনৈতিক খেলা চলিতেছে! আমরা সেই 'খেলা'র খুব সামান্যই বুঝিতে পারি। অনেকের মতে, আমরা আসলে দেখিতে পাই সাগরে ভাসমান হিমবাহের উপরের দৃশ্যমান সামান্য অংশটুকু। হিমবাহের নিচে যে সিংহভাগ অংশ রহিয়া গিয়াছে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না। পাইবার কথাও নহে। এই জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের 'পাওয়ার' তথা 'শক্তি' কী জিনিস, আমরা তাহা জানি না। ইহার পাশাপাশি পরাশক্তির 'সুপার পাওয়ার' কী জিনিস, তাহা আমরা বুঝিই না। তবে আমরা না জানি অথবা না বুঝি, এইটুকু জানি বা বুঝি যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোটখাটো দেশগুলির আশপাশে বড় বড় শক্তিশালী দেশ রহিয়াছে, সেইখানে রহিয়াছে অনেক ধরনের হিসাবনিকাশ। এই সকল ছোটখাটো দেশ যেই সকল বিবেচনায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই বিবেচনা অনুযায়ী এই দেশগুলির প্রতি শক্তিশালী দেশের হস্তক্ষেপ করিবার কথা নহে; কিন্তু সমস্যা হইল, এই সমস্ত বড় দেশের সহিত অন্যান্য বড় দেশের একে অন্যের রহিয়াছে জটিল হিসাব। সেই হিসাবের প্যাঁচে কাহারো কাহারো মধ্যে রহিয়াছে বৈরী সম্পর্ক। এই জটিল অবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট দেশগুলির এমনিতেই অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত। কবির ভাষায় ছোট দেশগুলির অবস্থা হইল—'বহুদিন মনে ছিল আশা/ ধরণীর এক কোণে/ রহিব আপন-মনে;/ ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা/ করেছিনু আশা।' অর্থাত্‌ উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট দেশগুলিও যেন ধরণির এক কোণে আপন মনে এতটুকু জায়গা লইয়াই খুশি থাকিবে। এই সকল পঙিক্তর মধ্যে আমরা যেন এমনই আভাস পাই—ছোটখাটো দেশগুলির কী করা উচিত; কিন্তু এই ছোটখাটো দেশগুলি কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতার মতো 'কন্টক-মুকুট শোভা' লইয়া কখনো কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ 'সাহস' দেখায়—যাহাকে নজরুল বলিয়াছেন—'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'।
এই দুরন্ত সাহসের যুক্তি হিসাবে উঠিয়া আসে উন্নয়নের কথা, জিডিপির কথা। আমরা ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকায় দেখিয়াছি দুরন্ত সাহসের পরিণাম কী হয়। অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মতো যাহারা 'কথা' দিয়াছে, সকল সময় তাহারা 'কথা' না-ও রাখিতে পারে। 'দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়/ বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮ নীলপদ্ম/ তবু কথা রাখেনি...।' সুনীলের কবিতার মতো কেহ যদি কথা না রাখেন, তখন কী হইবে? তবে ইহাও সত্য যে, স্বার্থ ও প্রয়োজন যতক্ষণ রহিয়াছে ততক্ষণ কথা না রাখিয়া উপায় কী?

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

মায়ানমার কি ভেঙে যাবে

ব্রিটিশ বার্মার স্বাধীনতা লাভের কিছু সময় আগে স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা অং সান সংখ্যালঘু অ-বামার জাতিগোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় সমর্থন চেয়েছিলেন। বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কেউ চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে—এমন আশ্বাসও নাকি দেওয়া হয়েছিল। সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক জান্তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু এবারের গৃহযুদ্ধের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। লিখেছেন **মো. তৌহিদ হোসেন।**

ব্রিটিশ বার্মার স্বাধীনতা লাভের কিছু সময় আগে স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা অং সান সংখ্যালঘু অ-বামার জাতিগোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় সমর্থন চেয়েছিলেন। বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কেউ চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে—এমন আশ্বাসও নাকি দেওয়া হয়েছিল।
এ সমর্থন আদায়ে শান রাজ্যের একজন রাজকুমার তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আট মাস আগে অং সান তাঁর কয়েকজন কাউন্সিল সদস্যসহ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। স্বাধীন বার্মার সরকারগুলো প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন দিতে অস্বীকার করে। এ কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তী ৭৫ বছর ধরে বিভিন্ন বিদ্রোহী পক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাত চালিয়ে যাচ্ছে।
১৯৬২ সাল থেকে দেশটি শাসন করছে সামরিক জান্তা এবং তারা সামরিক শক্তি ব্যবহার করে এই বিদ্রোহী তৎপরতাকে একধরনের নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। মাঝেমধ্যে তারা এক বা একাধিক পক্ষের সঙ্গে অস্ত্রসংবরণ চুক্তি করে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিয়েছে। কালক্রমে এমন সশস্ত্র সংঘাত মায়ানমারের রাষ্ট্রজীবনের একটি স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয় এবং একে কখনোই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। সামরিক জান্তার নিরবচ্ছিন্ন মানবাধিকারবিরোধী কার্যকলাপের কারণে মায়ানমার অনেকটা একঘরে হয়ে পড়ে এবং পশ্চিমকে সন্তুষ্ট করতে একসময় জান্তা একটি মেকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে রাজি হয়। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দৃশ্যত ক্ষমতায় আসেন অং সান সু চি এবং তাঁর দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি)।
তবে ক্ষমতার নাটাই রয়ে যায় সেনাবাহিনীর হাতেই। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনে এনএলডি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সেনানায়কেরা তাঁদের ক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন বিবেচনা করেন এবং ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফল বাতিল করে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। দেশজুড়ে জান্তাবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হলে তা কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হয় এবং তাতে সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ হারান। এ পর্যায়ে তরুণদের একাংশ জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং শুরু হয় মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ, যা তিন বছর ধরে চলমান। ২০২১ সালের এপ্রিলে এনএলডির নেতৃত্বে নির্বাচিত সদস্যরা জাতীয় ঐক্যের সরকার (এনইউজি) গঠন করেন, তাতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এনইউজি ঘোষণা করে, সামরিক জান্তাকে পরাজিত করে দেশে একটি 'ফেডারেল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন' গঠন করা হবে এবং সেই লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 'পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস' সংগঠিত হয়। প্রায় এক ডজন বিদ্রোহী পক্ষ, যাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা এই প্রয়াসে যোগ দেয়।
সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক জান্তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এবারের গৃহযুদ্ধের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। বিবিধ অসন্তোষ সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বামাররা কখনো সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি। যুদ্ধে সাফল্য পাচ্ছে প্রধানত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গোষ্ঠীভিত্তিক দলগুলোই, কিন্তু বামার তরুণদের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো এ লড়াই অনেকটা জনযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। তা ছাড়া এই প্রথম জান্তাকে সারা দেশে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যুদ্ধের বিবরণে না গিয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে সম্প্রতি দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে চীনের সঙ্গে সীমান্তবর্তী বেশ কটি সেনাচৌকি বিদ্রোহীদের দখলে গেছে। কয়েকটি শহর তারা ছিনিয়ে নিয়েছে সেনাদের কাছ থেকে এবং কিছুসংখ্যক জান্তা সেনা আত্মসমর্পণ করেছে বিদ্রোহীদের কাছে। প্রশ্ন উঠছে, এথনিক বিদ্রোহীদের বিজয় অর্জনের মাধ্যমে কি ভেঙে যাবে মায়ানমার? রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জান্তা নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সুয়ে পর্যন্ত আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, চীনের সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে, সরকার যদি তা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তাহলে মায়ানমার ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে।
মায়ানমারে গৃহযুদ্ধ একদিন শেষ হবে এবং যখন শেষ হবে, দেশটি তখন পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, তেমন সম্ভাবনা নেই। সম্ভাব্য দুটি বিকল্প পথে শেষ হতে পারে এই সংঘাত। এক, সামরিক জান্তার পরিপূর্ণ পরাজয়ের মাধ্যমে দেশটির সম্পূর্ণ 'বলকানাইজেশন'। সে ক্ষেত্রে বামার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাবতী অববাহিকা থাকবে মায়ানমার বা বার্মা হিসেবে। অন্যান্য জাতিসত্তাভিত্তিক সাতটি 'রাজ্য' প্রতিটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। দুই, একটি প্রকৃত ফেডারেল-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বামার জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করবে, তবে সেনাবাহিনীর সর্বাধিপত্য থাকবে না। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাভিত্তিক রাজ্যগুলো এ ব্যবস্থায় তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বায়ত্তশাসন অর্জন করবে। প্রথম বিকল্পটির সম্ভাবনা বেশ কম বলে আমি মনে করি। এথনিক যেসব দল লড়াই করছে, তারা এতে খুশি হতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক যে খেলোয়াড়েরা এখানে তৎপর, এ ক্ষেত্রে তাদের চাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যুক্তরাষ্ট্রের এতে আপত্তি থাকার কথা নয়; বরং আঞ্চলিক বাস্তবতায় মায়ানমারের মূলধারার সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সহজতর হবে। কিন্তু মায়ানমার ভেঙে অনেকগুলো রাষ্ট্রের উদ্ভব বৃহৎ প্রতিবেশী চীন বা ভারত কারোই কাম্য হবে না। ভারত চাইবে না উত্তর-পূর্বের অস্থির রাজ্যগুলোর পাশে এমন একটি নজির সৃষ্টি হোক। অন্যদিকে চীনের জন্যও তাদের যে বৃহত্তর স্বার্থ, বঙ্গোপসাগরে প্রবেশপথ, সে লক্ষ্যে একক মায়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা অনেক বেশি সুবিধাজনক। বস্তুত, মায়ানমারের সঙ্গে চীনের সীমান্ত পুরোটাই কাচিন ও শান রাজ্যের সঙ্গে। আবার বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী রাখাইন রাজ্য মূল মায়ানমার পার হয়ে। এভাবে তিন-চারটি রাষ্ট্র পেরিয়ে এই সংযোগ বজায় রাখা চীনের জন্য সমস্যাসংকুল হতে পারে। উল্লেখ্য, জান্তার ঘনিষ্ঠ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও চীন বিদ্রোহী পক্ষগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সংগঠন আসিয়ানও মায়ানমারের অখণ্ডতাই চাইবে বলে ধরে নেওয়া যায়। সু চির দল এনএলডি বা তাদের নেতৃত্বে বর্তমান জাতীয় ঐক্যের সরকার (এনইউজি) অবশ্যই চাইবে মায়ানমারের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক বিপত্তি সত্ত্বেও জান্তার সেনাবাহিনী শিগগিরই পরাজিত হবে—এমনটি মনে করাও ঠিক হবে না। আমি মনে করি, মায়ানমারে পরিবর্তন সামরিক জান্তার সম্পূর্ণ পরাজয়ের মাধ্যমে আসবে না। কোনো একপর্যায়ে, যখন হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজ্য থেকে তারা পরাজয়ের মুখে সরে যেতে বাধ্য হবে বা জান্তার সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনীহা দেখা দেবে, তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বা কারও মধ্যস্থতায় যুযুধান দুই পক্ষ আলোচনার টেবিলে বসবে। এ পর্যায়ে জান্তার শীর্ষ নেতৃত্বে কিছু পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। তাই যদি হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিকল্প, অর্থাৎ সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী-অধ্যুষিত রাজ্যগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে মায়ানমারে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ৭৫ বছর ধরে দেশটি জুড়ে যে আঞ্চলিক বিদ্রোহ চলছে, তারও লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। আর একমাত্র স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার মধ্য দিয়েই নিষ্পত্তি হতে পারে এই দীর্ঘ সংঘাতের। কী হবে সেই স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ, এটি একটি মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। বায়ত্তশাসনের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। আসামের করবি-আংলং ও উত্তর কাছার জেলা একরকম স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, যার আওতায় জেলা পরিষদ অল্প কিছু বিষয়ে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারে। আবার এর সম্পূর্ণ অন্য প্রান্তে আছে মায়ানমারের শান রাজ্যের ওয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, যারা নিজেদের 'ওয়া স্টেট' বলে ঘোষণা করেছে। চীন সীমান্তে অবস্থিত ওয়া স্টেট মায়ানমারের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, কিন্তু এর বাইরে তাদের বাকি আচরণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মতোই। তাদের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, সেনাবাহিনী আছে, একদলীয় শাসনব্যবস্থা আছে। এমনকি মায়ানমারের মুদ্রা সেখানে অচল। ওয়া স্টেট দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত। তার একটিতে স্বীকৃত মুদ্রা চীনা ইউয়ান, অন্যটিতে থাই বাথ। লক্ষণীয়, ওয়া জাতিগোষ্ঠী হান চীনাদের জ্ঞাতি। এথনিক স্টেটগুলোর জন্য ওয়া স্টেট মডেল খুব আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু দেশের বেশির ভাগ এলাকা বাস্তবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এটা বামার সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। সম্ভাবনা বেশি, এমন একটি ব্যবস্থার যেখানে কিছু বিষয় থাকবে ফেডারেল সরকারের হাতে, বাকি সব বিষয়ে রাজ্যগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। মায়ানমারের রাজ্যগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হবে দর-কষাকষির মূল বিষয়।

কী হবে রাখাইন রাজ্যে

মায়ানমারের জনসংখ্যার কমবেশি দুই-তৃতীয়াংশ বামার, বাকিরা ১৩৫টি স্বীকৃত এথনিক গ্রুপে বিভক্ত (যার মধ্যে রোহিঙ্গারা নেই)। সবচেয়ে বড় পক্ষ শান, যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। এরপর আছে কারেন। রোহিঙ্গাসহ ধরলে লোকসংখ্যায় এরপর আসে রাখাইন রাজ্য। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, রাখাইন এথনিক গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা গঠিত আরাকান আর্মি জান্তাবিরোধী যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রায় ২০ হাজার সুপ্রশিক্ষিত সৈন্য আছেন আরাকান আর্মিতে এবং তাঁরা শুধু রাখাইনে নয়, দূরবর্তী কাচিন রাজ্য এবং কারেন এলাকায়ও বিভিন্ন সংঘর্ষে অংশ নিচ্ছেন। যুদ্ধে বা আলোচনার টেবিলে, সমাধান যেখানেই আসুক না কেন, স্বায়ত্তশাসিত রাখাইনে ক্ষমতা লাভ করবে আরাকান আর্মি এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ইউনাইটেড লিগ অব আরাকান। ভূরাজনীতির বিষয়াদি ছাড়াও মায়ানমার ও রাখাইনে কী ঘটে, তাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে আগ্রহের বিষয় হচ্ছে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। আমরা জানি যে ২০২১ সালের ৩ জুন জাতীয় ঐক্যের সরকার 'পলিসি পজিশন অন দ্য রোহিঙ্গা ইন রাখাইন স্টেট' নামে একটি অবস্থানপত্র প্রকাশ করেছে। এ অবস্থানপত্র প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গাদের 'রোহিঙ্গা' নামে সম্বোধন করেছে। এনইউজি তাদের প্রস্তাবিত 'ফেডারেল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন'-এ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়-নির্বিশেষে সব জাতিগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেছে এবং বলেছে, এসব নীতি রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তিতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। রোহিঙ্গাদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিতকারী 'ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড' বাতিল এবং ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনে পরিবর্তন আনার কথাও বলা হয়েছে, যে আইনে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে এনইউজি কী করবে বা কতটুকু করতে সমর্থ হবে, তা নিয়ে অবশ্য অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। আরাকান আর্মি ঐতিহ্যগতভাবে রোহিঙ্গাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক কালে তাদের কিছু বক্তব্যে আরাকান প্রশাসনে রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে। আরাকান ও আরাকানে রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আরাকান আর্মি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। পক্ষান্তরে এনইউজি তাদের সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিল রোহিঙ্গাদের প্রতি। বাংলাদেশের উচিত ছিল তা ফ্যাসিলিটেট করা, কিন্তু জানামতে তা করা হয়নি। এমতাবস্থায় সামরিক জান্তার সঙ্গে নিষ্ফল আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এনইউজি ও আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার বাংলাদেশের নিজের স্বার্থে। একটি বিষয় বাংলাদেশকে বিবেচনায় রাখতে হবে, আর তা হচ্ছে, এনইউজির প্রতিশ্রুতি ও আরাকান আর্মির শুভেচ্ছার ওপরই নির্ভর করবে গৃহযুদ্ধ-উত্তর মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা।

মো. তৌহিদ হোসেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব। সৌ: প্র: আ:

রিচার্ড এন হাস

কূটনীতির আতশি কাচের নীচে হেনরি কিসিঞ্জার

হেনরি কিসিঞ্জার ছাড়া চলমান বিশ্বব্যবস্থার কথা কল্পনা করা কঠিন—এটি শুধু এই কারণে নয় যে তিনি ১০০ বছর বেঁচে ছিলেন। বরং এর কারণ, অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী স্থান দখল করে রেখেছিলেন।
১৯২৩ সালে জার্মানিতে জন্ম নেওয়া কিসিঞ্জার পরিবারের সঙ্গে ১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়ে কয়েক বছর পর মার্কিন বাহিনীর সদস্য হিসেবে সেই জার্মানিতে ফিরে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমেরিকায় ফিরে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র হিসেবে পাঠ নিয়েছেন এবং পরে সেখানকারই একজন অনুষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আট বছর কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সরকারে কিসিঞ্জার প্রথমে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে যুগপৎভাবে তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন)। সরকারের দায়িত্ব পালনকালে কিসিঞ্জারের সাফল্য ও অর্জন অনেক। প্রথমত, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের ভাঙনকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধান প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নকে চাপে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।
ওই সময় কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক বিচক্ষণতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের কয়েক দশকের বৈরী সম্পর্কের অবসানই শুধু ঘটেছিল তা নয়, বরং তাইওয়ান প্রশ্নে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের একটি সমঝোতা হয়েছিল। এটি চীনের অর্থনৈতিক রূপান্তরের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করেছিল। এই সঙ্গে এটি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে একটি টেকসই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিল। এটির আরও একটি দিক ছিল। সেটি হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে উত্তেজনা শিথিল। কিসিঞ্জার ও নিক্সন (নিক্সনের সঙ্গে কিসিঞ্জারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পেছনেও কিসিঞ্জারের কর্মকুশলতার প্রভাব ছিল) সেই যুগের মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্কের কাঠামো ঠিক করেছিলেন। এই কাঠামো পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছিল; নিজ নিজ মিত্রদের সঙ্গে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সামাল দেওয়ার নিয়মতান্ত্রিক পথ ঠিক করেছিল এবং নিয়মিত সম্মেলনের আয়োজনের সুযোগ তৈরি করেছিল। এর সবই শীতল যুদ্ধকে 'ঠান্ডা' রাখতে সাহায্য করেছিল। কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত 'সাঁটল' কূটনীতির কারণেই ওই সময় ইসরায়েল ও আরব দেশগুলো অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয় এবং সেটিই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের উদ্যোগে সম্পাদিত মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তির ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।

এরপরই আসে মধ্যপ্রাচ্যের কথা। গত ৭ অক্টোবর হামাস যেভাবে ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে, একইভাবে আজ থেকে ৫০ বছর আগে মিসর ও সিরিয়া ইসরায়েলের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। সে সময় কিসিঞ্জার ও নিক্সন ইসরায়েলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান নিশ্চিত করলেও তাঁরা সে সময় মাত্রাতিরিক্ত সামরিক শক্তি ব্যবহার না করতে ইসরায়েলকে চাপ দিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, ইসরায়েল খুব বেশি বাড়াবাড়ি করলে রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, যা ওয়াশিংটনের সঙ্গে মস্কোর মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত 'সাঁটল' কূটনীতির কারণেই ওই সময় ইসরায়েল ও আরব দেশগুলো অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয় এবং সেটিই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের উদ্যোগে সম্পাদিত মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তির ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।
এসব অর্জনের যেকোনো একটিই একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার রেখে যেতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অনেক কিছুই কিসিঞ্জারের এ ধরনের বহু কৃতিত্বের উত্তরাধিকার হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিতভাবেই তিনি কূটনীতি অনুসরণ করতেন। কিন্তু তাঁর কূটনীতি ছিল এমন, যা ক্ষমতার ভারসাম্যের ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে পরিচালিত হতো। এটি শুধু কূটনীতি ছিল না, এটি ছিল সংযমসঞ্জাত কূটনীতি। কিসিঞ্জারের আগে-পরে জর্জ মার্শাল, ডিন অ্যাচেসন এবং জেমস বেকারের মতো অনেক চৌকস পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন। কিন্তু একজন নির্বাহী ও বিশ্লেষক হিসেবে কিসিঞ্জারের সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনা চলে না। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চাকারী কূটনীতিক।

রিচার্ড এন হাস কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রেসিডেন্ট সৌ: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ফিলিস্তিনের হামাসকে ধ্বংস করা যাবে না: বোরেল

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ'র পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল বলেছেন, ফিলিস্তিনের হামাস একটি চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের নাম, এটাকে ধ্বংস করা যাবে না।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওয়েব সাইটে তার এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।
তিনি আরো বলেছেন, আপনি একটি বিশ্বাস বা চিন্তাধারাকে মুছে ফেলতে পারবেন না, যদি না প্রমাণ করতে পারেন আপনার কাছে এর চেয়ে উত্তম চিন্তা বা বিশ্বাস রয়েছে। বোরেলের মতে, আন্তর্জাতিক উপাদানের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনিদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
এ সময় তিনি গাজায় পাঁচ হাজারের বেশি শিশু হত্যার নিন্দা জানান এবং এই ঘটনাকে অগ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেন।
এর আগে ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়েছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ'র পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক এই কর্মকর্তা। তিনি দাবি করেছিলেন, ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর বা গাজা উপত্যকায় হামাসের কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক ভবিষ্যৎ নেই।

গাজায় ১০ হাজার বার বিমান হামলা ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: গাজায় প্রায় দুই মাসের যুদ্ধে এরইমধ্যে সেখানে ১০ হাজার বারের বেশি বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।
আইডিএফ জানায়, হামাসের কম্যান্ড সেন্টার, টানেল ও অস্ত্রাগারে মূলত আঘাত করা হয়েছে। তবে এই দাবি এখনই স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
এই ঘোষণা এসেছে, আন্তর্জাতিক স্তরে ইসরায়েলের সমালোচনা হওয়ার পর। ইসরায়েলের বিমান বাহিনীর হামলায় প্রচুর বেসামরিক মানুষ মারা গেছে বলে অভিযোগ। রোববার হামাসের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, গাজায় লড়াই শুরুর পর থেকে ১৫ হাজার ৫২৩ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন ৪১ হাজার ৩১৬ জন।
জাতিসংঘের হিসাব, গাজার ২২ লাখ বাসিন্দার মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এদিকে, এরই মধ্যে গাজা ভূখণ্ডের সর্বত্র হামাসের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরুর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।
এক সপ্তাহ যুদ্ধবিরতির পর শুক্রবার থেকে ইসরায়েলের সেনা আবারো অপারেশন শুরু করে। তার আগে ইসরায়েলের সেনা মূলত গাজার উত্তরভাগেই অপারেশন চালিয়েছিল। কিন্তু এখন দক্ষিণ গাজাতেও বিমান হামলা করছে ইসরায়েল।
গাজার বেসামরিক মানুষের একটা বড় অংশ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দক্ষিণ গাজায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু রবিবার রাতে ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্র হাগারি জানিয়েছেন, ইসরায়েলের সেনাও দক্ষিণ গাজায় গেছে। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের সেনা হামাসের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড অপারেশনের পরিধি বাড়িয়েছে। তারা এখন গাজা ভূখণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তারা হামাসের মুখোমুখি হচ্ছে ও তাদের মারছে।

কপ ২৮-এ প্রথম বার উন্মোচিত হল ধর্মীয় প্যাভিলিয়ন

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলছে জলবায়ুবিষয়ক কপ২৮ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলনের চতুর্থদিনে প্রথম বারের মতো চালু হয়েছে ধর্মীয় প্যাভিলিয়ন। জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বিশ্বাসী সম্প্রদায় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতেই তা চালু করা হয়। প্যাভিলিয়নটি আয়োজনে সহযোগিতা করে কপ২৮ প্রেসিডেন্সি, সহনশীলতা ও সহাবস্থান মন্ত্রনালয়, দি হলি সি, জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি), মুসলিম কাউন্সিল অফ এল্ডার্স।
গতকাল রবিবার (৪ ডিসেম্বর) এ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান, সহনশীলতা ও সহাবস্থান বিষয়ক মন্ত্রী শেখ নাহিয়ান বিন মুবারক আল নাহিয়ান ও পোপ ফ্রান্সিসের প্রতিনিধি ভ্যাটিকান স্টেট সেক্রেটারি কার্ডিনাল পিয়েত্রো প্যারোলিন। মূলত এর মাধ্যমে বিশ্বাসী সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করাই এর প্রধান লক্ষ্য।
এ সময় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন মিসরের বিশ্বখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ ড. আহমদ আল-তাইয়েব এবং পোপ ফ্রান্সিস। তারা জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।
আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম বলেন, 'মুসলিম কাউন্সিল অব এল্ডার্স-এর ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ সত্যিই নানা কারণে প্রশংসনীয়। প্রথমত, কপ২৮ এর আবুধাবি আন্তঃধর্মীয় বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্য এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কপ২৮ এ প্রথমবারের মতো ফেইথ প্যাভিলিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের সময়ে ধর্মীয় নেতাদের কণ্ঠস্বর শোনানোর জন্য মূল্যবান সুযোগ তৈরি হয়েছে।
এ সময় আল-আজহারের ইমাম গাজায় নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষায় ধর্মীয় নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
পোপ ফ্রান্সিস বলেন, 'আজ বিশ্বের এমন জোটের প্রয়োজন যা কারো বিরুদ্ধে নয়; বরং সবার উপকারে কাজ করবে। আসুন, ধর্মীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমরা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করি যেন আমরা দেখাতে পারি, পরিবর্তন সম্ভব। যেন সবাইকে সম্মানজনক ও টেকসই জীবনধারা দেখাতে পারি। আসুন, আমরা বিশ্বনেতাদের আমাদের সাধারণ ঘর রক্ষা করার জন্য বলি।'
কপ-২৮ এর সভাপতি ড. সুলতান আল জাবের বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের রাজনীতি, সীমানা বা ধর্ম নিয়ে চিন্তা করে না। তাই জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আমাদের সাফল্য নিশ্চিত হবে ওই সময় যখন আমরা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারব। কারণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা প্রচারে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গ্রহের সুরক্ষায় ধর্মীয় নেতারা ঐতিহাসিক মুহূর্তে একত্রিত হয়েছে।

দুর্নীতি মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর বিচার পুনরায় শুরু

আপনজন ডেস্ক: আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান সংঘাতের কারণে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে করা দুর্নীতির মামলার বিচারকাজ আবার শুরু হয়েছে।
সোমবার (১২ ডিসেম্বর) জেরুজালেমের একটি আদালতে এ বিচারকাজ শুরু হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯ সালে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে প্রতারণা, ঘুষ লেনদেন ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে তিনটি মামলা হয়। মামলাগুলো কেস-১০০০, কেস-২০০০ ও কেস-৪০০০ নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে এর বিচারকাজ চলছিল। তবে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের হামলার পর বিচারের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশটির বিচারবিষয়ক মন্ত্রী।
কেস-১০০০ মামলায় নেতানিয়াহু ও তার স্ত্রী সারার বিরুদ্ধে মদ, সিগারেটসহ বিভিন্ন ধরনের উপহার নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়। বলা হয়, রাজনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে হলিউডের প্রখ্যাত প্রযোজক আরনন মিলচ্যান ও অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের জেমস প্যাকারের কাছে থেকে উপহারগুলো নিয়েছিলেন তিনি।
ইসরায়েলের আদালতে ঘুষ আদান-প্রদানের মামলার সত্যতা পাওয়া গেলে নেতানিয়াহুর সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা হতে পারে। আর প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টি প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাগারে থাকতে হতে পার তার।
ইসরায়েলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় নেতানিয়াহু। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। নেতানিয়াহুর দাবি, মামলাগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতেই রাজনৈতিক বিরোধী ও গণমাধ্যম এগুলো করছে।
২০২০ সালের মে মাসে প্রথম তার বিচার শুরু হয়েছিল এবং প্রতিরক্ষা এবং প্রসিকিউশন বিরোধ এবং করোনা মহামারীর কারণে বারবার বিলম্বিত হয়েছে। সম্প্রতি নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ রয়েছে, তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার পুর্নগঠন করার জন্য পরিকল্পনা করছেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে নেতানিয়াহু সরকার দেশেটির বিচার বিভাগের সংস্কারের নামে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কমানো এবং বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আরো নিয়ন্ত্রণ দেয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এরপর গত জুলাই মাসে দেশটির পার্লামেন্ট নেসটে বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনে নতুন আইন প্রস্তাব করে নেতানিয়াহুর কট্টর ডানপন্থী জোট।

গাজায় ইসরায়েলি 'অপরাধের' আন্তর্জাতিক তদন্ত চায় কাতার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি অপরাধের আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে কাতার।
কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল থানি গতকাল রোববার (৩ ডিসেম্বর) এই আহ্বানের কথা জানান। খবর আল জাজিরা।
দেশটির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''আমরা ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি 'অপরাধের' বিষয়ে অবিলম্বে, বিস্তৃত পরিসরে ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়া, গাজায় আরেকটি যুদ্ধবিরতি সহজতর করার এবং অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা।''
এদিকে ইসরায়েল ও অধিকৃত পশ্চিম তীরে চার দিনের সফর শেষ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম খান। তিনি জানান, সব পক্ষকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে। তখন কেউ অভিযোগ করতে পারবে না। তিনি আরও নিশ্চিত করেন, তার কার্যালয় সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের তদন্তকে ত্বরান্বিত করবে। এর আগে মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে কাতারের মধ্যস্থতায় সাত দিনের যুদ্ধবিরতি হয়েছিল গাজায়। গত ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধবিরতি কালে ৮০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেয় হামাস। বিনিময়ে ২৪০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে ছেড়ে দেয় ইসরায়েল। তবে যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই গাজা উপত্যকায় আবার তাণ্ডব শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং তাদের বড় অংশই নারী ও শিশু। গতকাল রোববার গাজার কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।
গত শনিবার (২ ডিসেম্বর) গাজায় নতুন করে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নিয়ে নিরাশা দেখা দেয়। কারণ, কাতার থেকে ইসরায়েল তার গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের আলোচকদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অন্যদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কারাবন্দী ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি জিম্মি বিনিময় নিয়ে তারা আর আলোচনা করবে না। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ইসরায়েলের ভাষ্যে, হামাসের এই হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় সাড়ে ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি নারী ও শিশু।

তানজানিয়ায় ভারি বৃষ্টিপাতে ভূমিধস, নিহত ৪৭

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৪৭ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৮৫ জন মানুষ। দেশটির হানাং পর্বতের ঢালের কাছে এই ঘটনা ঘটেছে।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেন প্রেসিডেন্ট সামিয়া হাসান।
প্রতিকূল আবহাওয়া কারণে ওই অঞ্চলের অনেক ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি জানান। বন্যাকে তানজানিয়ায় সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বিপদ বলা হয়ে থাকে। বন্যায় প্রতি বছর দেশটিতে কয়েক হাজার মানুষ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে থাকেন। মূলত পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো ২০২৩ সালে বন্যা এবং ভূমিধসে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর সেটি আবার আংশিকভাবে আবহাওয়ার এল নিনোর কারণে। গত মাসে তানজানিয়ায়, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের ফলে রাজধানী দারুস সালাম এবং কিগোমা, কাগেরা, গেইতা ও উনগুজা এলাকায় প্রাণহানি এবং বহু সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্ব আফ্রিকার এই দেশের কিছু অংশের ফসলও ভেসে গেছে এবং মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব পড়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউরোপের ভবিষ্যৎ বদলাতে চায় চরম দক্ষিণপন্থী শিবির

আপনজন ডেস্ক: ইতালিতে রোববার মিলিত হয়ে ইউরোপের চরম দক্ষিণপন্থী নেতারা অভিবাসন, পরিবেশসহ একাধিক বিষয়ে ঐক্যের ডাক দিলেন। আসন্ন ইইউ পার্লামেন্ট নির্বাচনে তৃতীয় স্থান দখল করে এমন পরিবর্তন আনতে চান তারা। মহামারি, যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি, শরণার্থীর ঢলের মতো একের পর এক সংকট ইউরোপের মানুষের মনে অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলছে। ব্যালট বাক্সে সেই পরিস্থিতির ফায়দা তুলছে চরম দক্ষিণ পন্থি দলগুলি। একের পর এক দেশে নির্বাচনে সাফল্য এবং জনমত সমীক্ষায় ভালো ফল করে এই দলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চাইছে। সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসের সাধারণ নির্বাচনে জয় এবং জার্মানিতে জনসমর্থনের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসায় এই শিবির আরো চাঙ্গা বোধ করছে। রোববার ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে মিলিত হয়ে চরম দক্ষিণ পন্থি নেতারা ইউরোপের ভবিষ্যতের রূপরেখা তুলে ধরলেন। আগামী বছর ইইউ পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিজেদের আসন সংখ্যা আরো বাড়িয়ে রণকৌশল স্থির করলেন তারা। ইটালির উপ-প্রধানমন্ত্রী মাটেও সালভিনি বলেন, ইইউ পার্লামেন্টে কমপক্ষে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শিবির হয়ে ওঠাই চরম দক্ষিণপন্থি দলগুলির লক্ষ্য।
বর্তমানে 'আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি' বা আইডি নামের এই রাজনৈতিক শিবির ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। নেদারল্যান্ডসের নির্বাচনে জয়ী চরম দক্ষিণপন্থি দলের প্রধান খেয়ার্ট ভিল্ডার্স ভিডিও লিংকের মাধ্যমে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তার মতে, নেদারল্যান্ডস ও ইউরোপে 'রাজনৈতিক ভূমিকম্প' জাতীয় নির্বাচনেও সমমনস্ক দলগুলির জয়ের ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপে শরণার্থী ও অভিবাসন প্রত্যাশীদের প্রবেশ আরো কঠিন করে তোলাই চরম দক্ষিণ পন্থি দলগুলির প্রধান লক্ষ্য। ফ্রান্সের ন্যাশানাল ব্যালি পার্টির নেতা জর্দ্যাঁ বারেলা বলেন, ইউরোপ আফ্রিকার 'ফাইভ স্টার হোটেল' হয়ে উঠতে পারে না। তার মতে, বিশাল আকারে অভিবাসন হিংসা ও অপরাধের জন্য দায়ী। সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ইউরোপের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রাও অনেকটা দুর্বল করতে চায় এই শিবির। তারা ২০৩৫ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত নতুন গাড়ি বাজারে নিষিদ্ধ করার বিরোধী। জার্মানির এএফডি দলের নেতা টিনো ক্রুপালা 'গাড়ির বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বন্ধ করার ডাক দেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

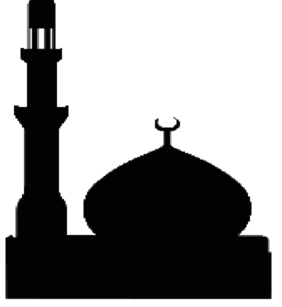

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৭	৬.০৩
যোহর	১১.৩২	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

১৪৫ বছরের মধ্যে ভারি তুষারপাতের কবলে মস্কো

আপনজন ডেস্ক: সবচেয়ে মারাত্মক তুষার ঝড়ের কবলে পড়েছিল মস্কো। রাশিয়ার হাইড্রোমেটিওরোলজিক্যাল সেন্টারের পরিচালক রোমান ভিলফান্ড তাসকে বলেছেন, মস্কো গতকাল ৩ ডিসেম্বর সবচেয়ে ভারি তুষারপাত দেখেছে। ১২ ঘন্টার মধ্যে ১০.৭ মিলিমিটার তুষারের স্তর জমে যায়। তিনি আরো বলেন, যা আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আবহাওয়াবিদের মতে, ১৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভারি তুষারঝড় হয়েছে গতকাল ৩ ডিসেম্বর। এর আগের রেকর্ডটি ছিল ১৯৮৯ সালে, তখন ৯.৫ মিলিমিটার তুষারের স্তর জমে গিয়েছিল। এই সপ্তাহের শেষের দিকে মস্কোর তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়াজুড়ে খারাপ আবহাওয়ার কারণে অনেক ফ্লাইট ব্যাহত হয়। রানওয়ে ঘন তুষারে ঢাকা পড়ে। অনলাইন এয়ারপোর্ট ডিসপ্লে অনুসারে মস্কো বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামাসহ ৭৩টি ফ্লাইট ভারি তুষারঝড়ের কারণে বাতিল করা হয়েছে। মস্কোর সময় ভোর ২টা ১৮ মিনিট পর্যন্ত, শেরেমেতইয়েভো বিমানবন্দরে ৩৪টি ফ্লাইট, ডেমোডেডোভেতে ১৭টি ফ্লাইট বিলম্ব ও তিনটি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, ভনুকোভেতে ১৩টি ফ্লাইট এবং ঝুকোভস্কিতে ছয়টি ফ্লাইট বিলম্ব হয়েছে।

নিউইয়র্কে ছুরিকাঘাতে একই পরিবারের ৪ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় একটি বাসায় ছুরিকাঘাতের ঘটনায় একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো তিনজন। রোববার স্থানীয় সময় সকালের এই ঘটনায় নিহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হামলাকারী ওই ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

শি-লুকাশেংকোর বৈঠক, ২ দেশের সম্পর্ক জোরদারের প্রশংসা

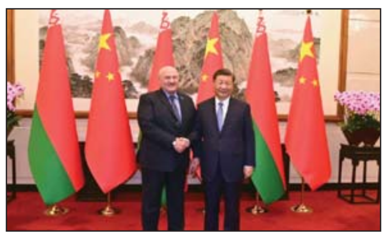

আপনজন ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং ও বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্দার লুকাশেংকো তাঁদের নিজেদের দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের প্রশংসা করেছেন। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে সোমবার তাঁদের বৈঠক হয়। এক প্রতিবেদনে এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। রাশিয়ার কট্টর মিত্র লুকাশেংকো গত রবিবার বেইজিংয়ে যান। চলতি বছর বেইজিংয়ে লুকাশেংকোর দ্বিতীয় সফর এটি। তিনি অন্তত দুই দিন চীন সফর করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে চীনে গিয়েছিলেন তিনি।
চিনপিংকে লুকাশেংকো বলেন, 'বেলারুশ চীনের নির্ভরযোগ্য অংশীদার ছিল, আছে ও থাকবে। আমরা অনেক আগেই চীনের সঙ্গে মিত্রতা ও সহযোগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এই মিত্রতা ৩০ বছরের বেশি সময় পুরনো। এই মিত্রতার পথ কখনো বদলায়নি।'
অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকারী সিসিটিভি অনুসারে, চিনপিং বলেছেন, লুকাশেংকোর সর্বশেষ সফরের পর থেকে দুই দেশের রাজনৈতিক পারস্পরিক বিশ্বাস ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরো শক্তিশালী হয়েছে। চীন বেলারুশকে তার জাতীয় অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নের পথে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং বেলারুশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে।

ইউক্রেনে খারাপ খবরের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে: ন্যাটো প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী গত কয়েক মাস ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ। তিনি পশ্চিমাদের প্রতি দেশটির পাশে দাঁড়ানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন। শনিবার সম্প্রচারিত জার্মানির দাস আর্স্ট টিভি চ্যানেলের সঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ন্যাটো মহাসচিব। এ সময় এই কর্মকর্তা কিয়েভকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করতে সামরিক ব্লকের প্রতিরক্ষা শিল্পের স্পষ্ট ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এর আগে সপ্তাহের শুরুতে স্টলটেনবার্গ এক সতর্ক বার্তায় বলেছিলেন, মস্কো শীতের আগে ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করছে আর যেটি ইউক্রেনের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।
স্টলটেনবার্গ ইউক্রেন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ফ্রন্টলাইন দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকায় যুদ্ধের পরিকল্পনা করা কঠিন বলেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমাদের খারাপ খবরের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর তাই খারাপ সময়ে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম নজর

রাতের শহরে মেট্রোর সুড়ঙ্গে আগুনের আতঙ্ক

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ফের মেট্রো বিভ্রাট। সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার রাতে বাড়ি ফিরতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।কবি সুভাষগামী মেট্রোতে আগুন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার রাত ৯টা ২৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।গিরিশ পার্ক স্টেশনে ট্রেন থামতেই আগুনের আতঙ্কে হুড়মুড়িয়ে স্টেশনে যাত্রীরা নেমে পড়েন। খালি করে দেওয়া হয় গোটা ট্রেনটি। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম চত্বরেও ছড়িয়ে পড়ে ধোয়া ও গন্ধ। স্টেশনের নিরাপত্তা কর্মীরা ট্রেনটি পরীক্ষা করার পর যাত্রীদের ফের মেট্রোতে ওঠার নির্দেশ দেন। বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।কিছুক্ষণ পর ফের ওই মেট্রোটি স্টেশন থেকে ছাড়া হয়। আগুনের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচেন যাত্রীরা। তবে কি কারণে ওই মেট্রোটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অফিস টাইমে প্রায় মেট্রো গোলযোগ অথবা সুইসাইডের দরুন স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এবার রাতে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরতে ফের মহানগরীর সুড়ঙ্গে চলন্ত মেট্রোতে আগুনের আতঙ্ক ছড়ালো যাত্রীদের মধ্যে।

জয়নগরে যুব উৎসবের সমাপ্তি হল

মনজুর আলম ● জয়নগর

আপনজন: শেষ হল যুব উৎসব! জয়নগর ১ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হয় এই যুব উৎসব ২০২৩। জয়নগর ১ নম্বর ব্লক যুব সভাপতি শামীম আহমেদ ঢালীর উদ্যোগে হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। রক্তদানের মাধ্যমে এই দুদিনের উৎসবের শুভ সূচনা হয়। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ২০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদানের পাশাপাশি দুদিন ধরে চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব সভাপতি বাপি হালদার, ব্লক যুব সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যরা।

হিমঘরের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক আলু ব্যবসায়ীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হিমঘরের ভাড়া বৃদ্ধির একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক আলু ব্যবসায়ী সমিতির, বাজারে আলুর জোগানে ঘাটতির আশঙ্কা । রাজ্য সরকারের একতরফা ভাবে হিমঘরের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিল প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। এই কর্মবিরতির জেরে বুধবার থেকেই এ রাজ্যের বাজারগুলিতে আলুর জোগানে ঘাটতি শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়লেও আলু চাষি ও সংরক্ষণকারীদের স্বার্থে নিরুপায় হয়েই এই কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে দাবী প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির।

চলতি বছর এ রাজ্যের প্রায় ৪৫০ টি হিমঘরে কমবেশি ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৬ হাজার প্যাকেট আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এর একটা বড় অংশই চাষির আলু। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ডিসেম্বরের আগেই এই আলু বাজারে বিক্রি করে হিমঘরগুলি খালি করে দেওয়ার কথা। কিন্তু চলতি বছর আলুর দাম সেভাবে না মেলায় বেশি দামের আশায় বহু চাষি ও সংরক্ষণকারী এখনো হিমঘর থেকে আলু বের করেননি। এর ফলে ডিসেম্বরের গোড়াতেও রাজ্যের হিমঘরগুলিতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ প্যাকেট আলু মজুত হয়ে রয়েছে। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবী এখনো হিমঘরিগুলিতে যে পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে তা মূল সংরক্ষিত আলুর ১৪ শতাংশ। ডিসেম্বরের গোড়াতেও হিমঘরগুলিতে যে পরিমান আলু রয়েছে তা বাজারে আনতে হলে ডিসেম্বর গড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে রাজ্য সরকার। বর্ধিত এই একমাসের জন্য দক্ষিণবঙ্গে কুইন্ট্যাল পিছু অতিরিক্ত ১৮ টাকা ৬৫ পয়সা ও উত্তরবঙ্গের জন্য অতিরিক্ত ১৯ টাকা ১১ পয়সা হিমঘর ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। আলু চাষি ও আলু সংরক্ষনকারীদের দাবী এমনিতেই নভেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের জন্য কুইন্ট্যাল পিছু ১৮৯ টাকা ৮০ পয়সা হিমঘর ভাড়া গুনতে হয়। এর উপর ফের ভাড়া বৃদ্ধি হলে চূড়ান্ত লোকসানের মুখে পড়তে হবে চাষি ও সংরক্ষণকারীদের। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবী একই ভাড়ায় আলু সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আগেই সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তা না করে রাজ্য সরকার একতরফে ভাবে সংরক্ষণের সময়সীমা বাড়িয়ে ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। অবিলম্বে এই বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করা না হলে ৬ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি।

ভেজাল আলু বীজ বিক্রির অভিযোগে দোকান সিল করা হল কৃষি দপ্তরের তরফে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কৃষি দপ্তরের তরফ থেকে ভেজাল আলু বীজ বিক্রির অভিযোগে সিল করে দেয়া হলো দোকান। ভেজাল আলু বীজের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে কৃষি দপ্তর। আর দোকানের সত্যতা সামনে আসতেই টনক নড়লো আধিকারিকদের।

ক'দিন আগে অভিযোগ উঠেছিল যে নিম্নমানের আলু বীজ দেওয়ার কারণে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষি। রোপনের পর মাটির তলাতেই পচে যাচ্ছে আলুর বীজ। তাই এবার ভেজাল আলু বীজ বিক্রির অভিযোগে সিল করা হলো দোকান। নামি কোম্পানির নামে নিম্নমানের আলুর বীজ বিক্রির অভিযোগ।

এদিন ধূপগুড়ি হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি আলু বীজের দোকানে আচমকা হানা দেয় কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযোগ ছিল ভিন রাজ্যের সাহেবজী আলু বীজের আড়ালে নিম্নমানের আলু বীজ বিক্রি করা হচ্ছে। তাই

ধূপগুড়ির কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মনের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।

অভিযুক্ত আলু বীজ ব্যবসায়ী অমৃত কুমার সরকার বলেন, এক আলু ব্যবসায়ী গতকাল রাতে আমার কাছে আলুর বীজগুলো রেখে যায়। এই বলে যে সে নিয়ে যাবে কিন্তু রাতে আসেনি রাজু নামে যুবকটি। সকালে আমি আবার ফোন করি তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু সে আসে নি। এখন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা এসে দোকানটির তালা মেরে দিলেন। এই আলু বীজগুলো আমার নয়।

ধূপগুড়ি কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতি এবং একটি আলু বীজ কোম্পানির তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, যে তাদের কোম্পানির নামে ডুপ্লিকেট নিম্নমানের আলুর বীজ বিক্রি করা হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আমরা দোকানটি আজকে বন্ধ করে দিলাম প্রাথমিকভাবে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করা হবে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সই নকল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের, প্রতারণা কুড়ি কোটি টাকার

নকীবউদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: ব্যাংক ম্যানেজারের সই নকল করে কুড়ি কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা এলাকায়। কাকদ্বীপ থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় ব্যাংকের লোন করে দেওয়ার নাম করে নামখানার একটি রাষ্ট্র আয়ত্ত ব্যাংক থেকে ব্যাংকের ম্যানেজারের সই নকল করে অ্যাকাউন্ট থেকে কুড়ি কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়। এরপরই কাকদ্বীপ এসবিআই ব্যাংকের ম্যানেজার নামখানার ওই রিজিওনাল ব্যাংকের ম্যানেজারের অভিযোগের ভিত্তিতে কাকদ্বীপ থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ বারাইপুর থেকে ইন্দ্রজিৎ নস্কর ও রুদ্র নস্কর ও কাকদ্বীপ থেকে বাপন মন্ডল কে এই ঘটনায় গ্রেফতার করে আজ কাকদ্বীপ আদালতে পাঠায়। অন্যদিকে কাকদ্বীপ আদালতের আইনজীবী সব্যসাচী দাস বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৫ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৭১, ১২০বি আইপিসি ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ, অভিযুক্তদের আদালত চার দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

টিচার্স মঞ্চের ডেপুটিশেন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বেতন বৃদ্ধি সহ ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির অভিযোগ তুলে রিজিওনাল ম্যানেজারকে ডেপুটিশেন দিল পশ্চিমবঙ্গ এসএসকে এমএসকে অ্যান্ড টিচার্স ঐক্য মঞ্চের মালদা জেলা শাখা।সংগঠনের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু এখনো সেই দাবি মানা হয়নি। ম্যানেজমেন্টের গাফিলতিতে তারা সময়মতো বেতন পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ। বাধ্য হয়ে নিজেদের দাবি নিয়ে রিজিওনাল ম্যানেজারের হাতে ডেপুটেশন দিলেন।

নির্বীজকরণের অভিযোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও করে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় এক আদিবাসী ব্যক্তিকে ফুসলিয়ে এনএসভি অপারেশন অর্থাৎ নির্বিজ করনের অভিযোগে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘেরাও করে বিক্ষোভ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। জানা যায় দিন কয়েক আগে শান্তিপুর চাকরা এলাকার রায়পাড়ার মাধব রায় নামে এক ব্যক্তিকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার নাম করে ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেকে নিয়ে যায় ওই এলাকারই দুই আশা কর্মী। সেখানে গিয়ে তাকে অজ্ঞান করে এনএসভি অপারেশন অর্থাৎ নির্বীজ করনের অভিযোগ ওঠে। জানা যায় ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই হয় এই অপারেশন। এরপরই ওই দুই আশা কর্মী ওই ব্যক্তিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার নাম করে রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দেয়। পরিবারের লোকজন দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পার তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। দেখা যায় গোপনাঙ্গ দিয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই ঘটনার পরে পরিবারের তরফ থেকে শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই আশা কর্মী এবং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে। প্রশাসন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অবশেষে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন এদিন শান্তিপুর থানার ফুলিয়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে

শুরু করে। তাদের মূলত দাবি, এই ঘটনায় অবিলম্বে যারা দোষী তাদের আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্রকে অপসারণ করতে হবে। এ'বিষয়ে এক বিক্ষোভকারী মৃত্যুঞ্জয় রায় বলেন, নির্মমভাবে এক আদিবাসী ব্যক্তিকে যেভাবে তাদের পরিবারকে অবগত না করে এই অপারেশন করা হয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে এই ঘটনায় যারা দোষী তাদের গ্রেফতার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ঘটনা না ঘটে সেই কারণে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্র কে অপসারণ করতে হবে। না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো বলে জানান তিনি।যদিও এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক রঙ দেখছেন শান্তিপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্র জানান, সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে এবং তার সম্মতি নিয়েই অপারেশন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কাগজপত্রে ওই ব্যক্তির সই রয়েছে। যারা অপসারণের কথা বলছেন তারা রাজনৈতিক চক্রান্ত করছে। যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত এবং এদেরকে সাপোর্ট করছে এক বিশেষ রাজনৈতিক দল।যদিও আজকের এই ঘটনা নিয়ে আগামী দিনে অভিযোগকারী পরিবারের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।অন্যদিকে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ তুলে নেই বিক্ষোভকারীরা। প্রাথমিকভাবে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করবেন এই আশ্বাস পেলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

বসিরহাটে বাইক দুর্ঘটনায় নিহত এক

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: প্রাইভেট কার ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক চালকের। জখম বাইক চালকের স্ত্রী ও কন্যা। ঘটনাটি বসিরহাটের রামনগর এলাকার। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কলকাতা থেকে একটি প্রাইভেট কার মালঞ্চ-বসিরহাট রাস্তায় দ্রুতগতিতে আসার সময় রামনগর এলাকায় একটি বামপারে ওঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার উপরে ছিটকে পড়েন তিন বাইক আরোহী। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে গুরুতর যখন অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাইক চালক রবিউল গাইনকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়। যাওয়ার পথে রাস্তাতেই তার মৃত্যু হয়। চালকের স্ত্রী ও কন্যা বসিরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাইভেট কারে থাকা চালক ও আরোহীদের আটকে পুলিশ হাতে তুলে দেয় উত্তেজিত জনতা।

বিধানসভায় ভাঙড়ে সেতু সংস্কার ও নির্মাণ দাবি নওশাদের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য বিধানসভায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বিপদজ্জনক সেতু সংস্কার ও নতুন সেতু নির্মাণের দাবি জানালেন আইএসএফ বিধায়ক নাওসাদ সিদ্দিকী। সোমবার বিধানসভায় সেচ দফতরের মন্ত্রীর কাছে এই দাবি করেন নওশাদ। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের উল্লেখ পর্বে সেচ ও জলপথ দফতরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের কাছে ভাঙড়বাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি তুলে ধরেন। বিষয়টি বিধানসভায় তুলে ধরায় ভাঙড়বাসীর আশা দ্রুত সংশ্লিষ্ট দফতর কাজ শুরু করবেন। উল্লেখ্য ভাঙড়ের তিনটি খালে ১০

টির মতো সেতুর অবস্থা বেহাল। কয়েকটি জায়গায় নতুন সেতু নির্মাণের ও দাবি করে আসছে স্থানীয়রা। বিপদজ্জনক অবস্থায় রয়েছে কাঠজ্বালা, ছেলেগোয়ালিয়া, বড়ালি, ভাঙড়, পাগলাহাট, চালতাবেড়িয়া, চন্ডিপুর সহ একাধিক সেতু। সাতুলিয়া ও মাঝেরহাট দুই গ্রামের বাসিন্দারা নতুন সেতুর দাবি করে আসছেন।

সমবায় ব্যাংকের ডেলিগেট নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ বামেদের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাট সমবায় ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক এর ডেলিগেট নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি মেনে নির্বাচনের দাবিতে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয় সোমবার সিপিআইএম বীরভূম জেলা কমিটির পক্ষ্য থেকে। এ আর ও,ডেলিগেট ইলেকশন অফ রামপুরহাট (সি এ আর ডি বি) র নিকট বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।প্রথমার্ধে দলীয় পতাকা হাতে ও বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে শ্লোগান সহকারে রামপুরহাট শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়।এদিন স্লোগান থেকে আওয়াজ ওঠে সমবায় নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছভাবে পরিচালিত হচ্ছে।খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ ও প্রদান সব ক্ষেত্রে অযথা অনৈতিকভাবে বর্তমান পরিচালক মন্ডলীর সমর্থক ছাড়া অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বন ও না দেওয়ার মানসিকতার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই তা প্রকাশ হয়ে গেছে। ডেলিগেট নির্বাচনে বিশেষ পছন্দের ছাড়া অন্য বিরোধী কাউকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে নারাজ, এই অভিযোগ জানিয়ে আজ সোমবার রামপুরহাট শহর এলাকার মধ্যে মিছিল সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আট জনের প্রতিনিধি দল গিয়ে এ আর ও র হাতে তাদের চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবি সমূহের মধ্যে ছিল-অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা এবং এই তালিকা পেতে ইচ্ছুক সকল শেয়ারহোল্ডার কে তা দেওয়া। নিয়ম-নীতি মেনে ইচ্ছুক সকল শেয়ারহোল্ডারকে ডেলিগেট নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা। প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণা করা, কোনরকম গোপনীয়তা চলবে না।

সিপিআইএম বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব মল্লিক একান্ত সাক্ষাৎকারে আজকের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। আজকের কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম জেলা কমিটির পক্ষে সঞ্জীব মল্লিক, অরূপ বাগ,গোরাচাঁদ গুপ্ত, এরুল শেখ প্রমুখ নেতৃত্ব।

রাজ্যের বকেয়ার দাবিতে শাসনে তৃণমূলের সভা

মনিরুজ্জামান ● শাসন

আপনজন:রাজ্য সরকারের একশো দিনের বকেয়া টাকা, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা এবং মহাত্মা গান্ধী গ্রাম সড়ক যোজনায় বাংলার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষের নেতৃত্বে শাসন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় ডেওপুকুর মোড়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই সভায় শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, আমরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো প্রত্যেক বুথে বুথে কর্মসূচি পালন করলাম। একশো দিনের টাকা ও আবাস যোজনা টাকার দাবিতে বুথে বুথে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে। শুধু আজকে নয়,গতকালও এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলেছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, বাংলার বঞ্চিত মানুষকে অবহেলিত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমানো যাবে না। শীর্ষ নেতৃত্বদের নির্দেশ মতো দলীয় শৃঙ্খলা মেনে কাজ করে যাওয়াই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের লক্ষ্য। তিনি বলেন, সম্প্রীতির বন্ধনে বাংলা সংগঠিত মমতা -অভিষেকের নেতৃত্বে। তাই কোন বিরোধী দলের কোন স্থান নেই এখানে।এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বারাসাত -২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহকারী সভাপতি মেহেদী হাসান, জেলা পরিষদের সদস্য সাবিনা খাতুন,শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতেন প্রধান মৌসুমী ঘোষ,উপপ্রধান জিয়াউল ইসলাম,সহিদুল ইসলাম,রঞ্জিত মন্ডল, রেজাউল করিম,রোকেয়া বিবি প্রমুখ।

জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দলগতভাবে সোশ্যাল অডিটের দায়িত্ব না দিয়ে, এককভাবে দেয়া হচ্ছে সোশ্যাল অডিটের দায়িত্বভার। যার ফলে সোশ্যাল অডিট বয়কট করতে চলেছেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। সোমবার এ বিষয়ে জেলাশাসকের কাছে লিখিত আকারে দাবী পত্র ও তুলে ধরেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। তাদের সাফ দাবি, এককভাবে সোশ্যাল অডিট এর পরিবর্তে দলগতভাবেই সোশ্যাল অডিটের দায়িত্ব দায়িত্ব দেয়া হোক। এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচির আগে প্রায় শতাধিক গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে জমায়েত করেন।

এবিষয়ে বালুরঘাট ব্লকের গ্রামীণ সম্পদ কর্মী (ভিআরপি) আব্দুল মান্নান সরকার জানান, 'বিভিন্ন ব্লকেই আমরা ৮-১০ জন করে ভিআরপি রয়েছি।

যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিআরপি হিসেবে আমরা কাজ করি, তার পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের সোশ্যাল অডিট করবার কাজ দেওয়া হয়। মূলত চারটি স্কিমের উপরে আমাদের সোশ্যাল অডিট করতে হয়।

এর আগের অর্থবছরে আমরা যে সোশ্যাল অডিট করেছিলাম সেখানে আমরা দলগত ভাবে (টিমওয়াইজ) সোশ্যাল অডিট করেছিলাম। এই বছর আমাদের এক নির্দেশিকার মাধ্যমে জানানো হয়েছে, আমাদের দলগতভাবে নয়; বরং এক এক জন ভিআরপি কে একাই সোশ্যাল অডিট করাতে হবে। এই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই অডিট বয়কট করছি এবং আটটি ব্লকের ভিআরপিরা আজ এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।'

প্রথম নজর

সাগরদিঘী সাহিত্য উৎসব সাড়ম্বরে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সবুজ বার্তা সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ২য় বর্ষ সাগরদিঘী সাহিত্য উৎসব ২০২৩ রবিবার অনুষ্ঠিত হলো সাগরদিঘী ব্লক কমিউনিটি হলে। এদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা, সাহিত্য, আবৃতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রকাশিত হয় সবুজ বার্তা সাহিত্য পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। পাশাপাশি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ কর্মীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় এই অনুষ্ঠানে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্রাবন্ধীক এমদাদুল হক নূর, জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস, বিডিও সঞ্জয় সিকদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, সাহিত্য প্রেমী সপ্তর্ষি সাহা, মজিবুর রহমান সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। প্রায় ৭০ জন কবি তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এই অনুষ্ঠানে। সাহিত্যের বিকাশে নবপ্রজন্মের দায়িত্ব-কর্তব্য সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। অনুষ্ঠানে চারা গাছ বিতরণ করা হয়।এছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে রবিবারের ২য় সাগরদিঘী সাহিত্য উৎসব ২০২৩ সম্পন্ন হয়। ৬ জন বিশেষ ব্যক্তির হাতে সাহিত্য, সমাজসেবা ও বিশেষ ক্ষেত্রে গুমানি দেওয়ান স্মৃতি সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে সাধন কুমার রক্ষিত, জয়নাল আবেদীন, এমদাদুল হক; সমাজসেবা ক্ষেত্রে সাংসদ খলিলুর রহমান, সঞ্জীব দাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মোঃ নিজামুদ্দিন কে গুমানি দেওয়ান স্মৃতি সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।
প্রায় ১০০ জন লেখক ও কবির হাতে বিশেষ সম্মাননা এবং ২০ জন সাংবাদিকের হাতে নির্ভীক সাংবাদিক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সবুজ বার্তা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক রাহমাতুল্লাহ অনুষ্ঠান থেকে সাংসদ, কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে দাবি রাখেন 'সাগরদিঘী ব্লকে স্থায়ী সাহিত্য মঞ্চ তৈরি হোক। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লকে সাহিত্য উৎসব এবং সাহিত্যচর্চা করা হোক। সাহিত্যের দিকে নবপ্রজন্ম এগিয়ে আসুক।'

ঈসালে সওয়াব ভাঙড়ের খারেজি মাদ্রাসায়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাঠজ্বালা ছেলেগোয়ালিয়া এসএকে খারেজী মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল ২ দিনের বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব। ২ এবং ৩ ডিসেম্বর মাদ্রাসার বার্ষিক ঈসালে সাওয়াবে পাগড়ি পেলেন ১০ জন শিক্ষার্থী। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এবছরের বার্ষিক ঈসালে সাওয়াব। পাগড়ি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন মাওলানা বিভাগে মুহাম্মদ ইরফান মোল্লা, মুহাম্মদ ওমর ফারুক মোল্লা, মুহাম্মদ জাহিদ মোল্লা, মুহাম্মদ আহমদ আলী, মুহাম্মদ আজহার মোল্লা, মুহাম্মদ সাহিল মোল্লা, মুহাম্মদ আব্দুল মাতিন, মুহাম্মাদ শামীম উদ্দিন মোল্লা, মুহাম্মদ আলী ও হাফিজ বিভাগে রাইহান মোল্লা। দুদিনের ঈসালে সাওয়াবে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া সুন্নত ওয়াল জামাতের সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেব, জামিয়া রাহমানিয়ার কর্ণধার মুফতি আব্দুল কাইউম সাহেব, মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী সাহেব, মুফতি রজব আলী সাহেব, আয়োজক মাদ্রাসার সম্পাদক ইজাজুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন ইসমাইল মোল্লা, আশিক মোল্লা প্রমুখ।

রামপুরহাটে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র উৎসব

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রামপুরহাট শহরে জিতেন্দ্রলাল পৌরমন্দির আয়োজিত করল প্রথম রবীন্দ্র উৎসব। গত ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল এই রবীন্দ্র উৎসব,সেমিনার, প্রতিযোগিতা,নাচ-গান-কবিতা, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও আরও নানা বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়েছিল ছাতিমতলা, বলাই বাহুল্য গীতা রামপুরহাটে।উৎসব কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, জিতেন্দ্রলাল পৌরমন্দিরের সদস্যদের সহযোগিতা ও সমগ্র রামপুরহাটবাসীর উপস্থিতিতে এই রবীন্দ্র-উৎসব। অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক ড: আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রবীন্দ্র উৎসব সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে, রবীন্দ্র সাহিত্যিক গবেষক শ্রী সৌমেন সেনগুপ্তে । কবি সাহিত্যিক শ্রী নীলোৎপল দত্ত সহ সকল রবীন্দ্রপ্রেমি মানুষজন।
রবীন্দ্র উৎসবের আহ্বায়ক ও পৌর মন্দিরের সম্পাদক কৃষ্ণ চৌধুরী জানান, এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পেয়ে ভীষণই আপ্লুত।।

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন। ফারাক্কার বল্লালপুরে জাতীয় সড়ক থেকে হঠাৎ ট্রেনের সামনে এসে পড়ে একটি বালি বোঝায় লরি। ঘটনায় লাইনচ্যুত ইঞ্জিন সহ দুটি বগি। আগুন লেগে যায় ইঞ্জিনে। রবিবার গভীর রাতে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য পুরো এলাকায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রেল পুলিশের আধিকারিকরা। যদিও কোনো হতাহতের খবর মেলেনি। যাত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, কলকাতা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি রবিবার সন্ধ্যায় কোলকাতা থেকে ছেড়ে রাধিকাপুর যাচ্ছিল। সোমবার রাত ১.২৫ নাগাদ ফরাক্কার বল্লালপুর ব্রিজের নিচে রেললাইনে উপর একটি বালি বোঝায় লড়ি চলে আসায় ট্রেনের চালক হঠাৎ ব্রেক করে। সেই সময় ট্রেনটি ধাক্কা মারে বালি বোঝায় লড়ি টিকে। হঠাৎ ব্রেক করাই ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। রেল লাইন থেকে ইঞ্জিনের কোচটির চাকা নিচে পড়ে যায়। হতাহতের কোন খবর নেই। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটি আসে রেল দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। রেল পুলিশ ও ফরাক্কা থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তী ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। আসে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।
এদিকে টানা প্রায় দশ ঘন্টার প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক হয় রেললাইনের ট্রেন পরিষেবা। বিষয়টি নিয়ে মালদার ডিআরএম জানান, রাধিকাপুর এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ফলে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছিল কিন্তু এখন তা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। কোনো যাত্রীর ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বায়োকেমিক চিকিৎসাকে স্বতন্ত্র স্বীকৃতির দাবিতে প্রতিবাদ সভা

আপনজন ডেস্ক: বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি বায়োকেমিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃত। ভারতবর্ষেও বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিতসা হলেও এটিকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। বায়োকেমিক চিকিৎসকদের দাবী, বায়োকেমিক চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক সঙ্গে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তারা বায়োকেমিককে আলাদা ভাবে স্বীকৃতি চান। ১৯৬৮ সালে ভারতবর্ষের সংসদে যে বিল পেশ হয় সেই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে আয়ুর্বেদ, ইউনানী, সিদ্ধি সংসদে পাস হয়।
বায়োকেমিক এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হোমিওপ্যাথি স্বীকৃতি লাভ করে। এর মূল কারণ হল বায়োকেমিক ঔষধের গুণগত মান বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সর্বজনবিদিত। ফলে সহজেই স্বীকৃতি লাভ করে হোমিওপ্যাথি। এর ফলে বঞ্চনার শিকার হয় বায়োকেমিক চিকিৎসকরা।
বায়োকেমিকের আবিষ্কারক ও চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা হলেও পৃথক কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিক আদালতের

দারস্ত হয় বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা করে স্বীকৃতির দাবীতে। দীর্ঘ মামলার পর ১৯৯৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট কাউন্সিলের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তার পরেও সরকার এটিকে স্বীকৃতি দেয়নি। এর পর ২০১১ সালে আবারো বায়োকেমিককে স্বীকৃতির দাবীতে ডাক্তার টি. কে বাগচী সহ একাধিক চিকিৎসকরা মিলে আদালতের দারস্ত হয়। ২০১২ সালে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে নির্দেশ দেয় ১৬ সপ্তাহের মধ্যে সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিক কে বায়োকেমিকের আলাদা কাউন্সিল গঠনের অনুমোদন দিতে হবে। হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক তা না করে বায়োকেমিক চিকিৎসকদের সঙ্গে বঞ্চনা করে চলেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক সহ রোগীরা। দীর্ঘ এই বঞ্চনার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে নেমে আন্দোলনে সামিল হল শত শত চিকিৎসক। চিকিৎসকরা ধর্মতলার রানী রাসমোনী রোড থেকে মিছিল করে গান্ধী মুর্তি পর্যন্ত আসেন। পরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চিকিৎসকরা জানান,এ লজ্জা গোটা দেশের লজ্জা। এ লজ্জা স্বাধীন ভারতের লজ্জা। এর সুরাহা না হলে এই আন্দোলন জারি থাকবে এবং আগামীতে দিল্লির যন্তর মন্তরে হাজার হাজার ডাক্তারের সমন্বয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবেন তারা। সংস্থার সেক্রেটারি ডক্টর এন. সি বাগচী বলেন, যতদিন না কাউন্সিলকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ততদিন তারা আন্দলন চালিয়ে যাবেন।

সাহিত্য আকাদেমিতে কবি দান্তে মিশো

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: করোনা আবহের জন্য আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন কলকাতায় আসা আমেরিকার ১২ জন নামজাদা কবি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দান্তে মিশো। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত কবি অনুবাদক দান্তে সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনায় সোমবার সাহিত্য আকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠানে। ছিলেন বাংলা কবিতা আকাদেমির সভাপতি ও বিশিস্ট কবি প্রফেসর সুবোধ সরকার। বাংলা ও বাঙালি তাঁর প্রান এবং স্বপ্ন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও কৃষ্ণচূড়ার প্রতি তাহার অগাধ প্রেম।সূনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ বাংলার লেখকদের তিনি শ্রদ্ধা করেন, সৃষ্টিশীল লেখাও পড়েন। এদিন তিনি বেশকিছু কবিতা পাঠ করে বাংলার প্রতি প্রেম প্রকাশ করেন। সংস্কৃতি জগতের পীঠস্থান কলকাতা যে তাঁর প্রিয় শহর সেটা তিনি বার বার মনে করিয়ে দেন। দিল্লির তাজমহল পরিদর্শন করে কলকাতায় পৌঁছে সাহিত্য আকাদেমিতে স্বশরীরে দান্তের কবিতা শোনা যে অন্য একটি বড়ো পাওনা সেটাই বললেন কবি সুবোধ সরকার। তিনি বলেন, ৪০বছর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করা বাংলায় কিছু পাঠ না করলে মনে হয় অনুষ্টানই হয়নি। সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত এই সভায় কবি ও শ্রোতাদের সঙ্গে কবি দান্তের প্রশ্ন উত্তর চলে কিছুক্ষণ।

জলে ডুবে মৃত্যু মধ্য বয়সির

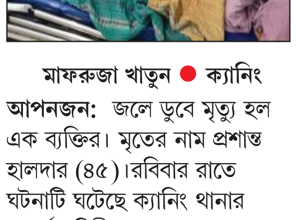

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম প্রশান্ত হালদার (৪৫)।রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ট্যাংরাখালি পোড়ামুড়া এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে ঠিক কি কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। গ্রামের একটি পুকুরে জলে ওই ব্যক্তিকে ভাসতে দেখে।তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষনা করে।
অন্যদিকে পুকুরে ডুবে মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছে যেতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে ও গোটা গ্রামে।

প্রতিবন্ধীদেরও শিক্ষার অধিকার রয়েছে: জেলাশাসক তানভীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: রবিবার আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কুমার চন্দ্র জানা অডিটোরিয়াম প্রেক্ষাগৃহে হলদিয়া রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রমের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী দিবস পালন হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন মঞ্চে শিল্পনগরী এলাকার অসহায় দু:স্থ পরিবারের ১০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিমাসে ৪,৫০০ টাকার চেক তুলে দেন জেলাশাসক তানভীর আফজল। দিব্যাঙ্গদের বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদেরকে ট্রাই সাইকেল, শীতের চাদর ইত্যাদি বিতরণ করে।জেলাশাসক তানভীর আফজল তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রতিটি মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকার রয়েছে।একজন প্রতিবন্ধী বলে,শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে- তা নয়। সংবিধানে বলাই রয়েছে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে সবার। সুতরাং বাড়িতে প্রতিবন্ধী একজন তরুণ -তরুণী আছে বলে তারা পড়াশোনা করতে পারবে না,তা নয়। বর্তমান সরকার নানা দিক থেকে সহযোগিতা করছে প্রতিবন্ধীদের। হলদিয়া রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ বিবেক মহারাজ বলেন, ডিসএবিলিটি বা প্রতিবন্ধিতা দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানো।এখন ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে প্রতিবন্ধী অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে তাদের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে। অনেক প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিয়ে লেখাপড়া শেষ করে চাকরির ক্ষেত্রেও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

বারুইপুরের পেয়ারা জিআই পেতে চলেছে, খুশি চাষি মহল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপর

আপনজন: ফলের নামেই পরিচয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর এলাকা। আদিগঙ্গার বুকের এই এলাকার মাটি খুবই উর্বর। বারুইপুরের আনাচে-কানাচে ঘুরলেই সেই স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, কলা থেকে শুরু করে সব ধরনের ফলের গাছ মিলবে বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা এলাকাতে। বিঘের পর বিঘে রয়েছে নানা ধরনের ফলের বাগান। তবে সবার সেরা হল পেয়ারা। বারুইপুরের পেয়ারার স্বাদ-গন্ধ এক কথায় অতুলনীয় । পুষ্টিগুণে ভরপুর বারুইপুরের পেয়ারা। আর তাই পেয়ারা এবার জিআই তকমা পেতে চলেছে। বারুইপুরের পেয়ারা দেশ-বিদেশে রফতানির জায়গায় খ্যাতি অর্জন করেছে।
তাছাড়াও বারুইপুর পূর্বে বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, আমরা চাষির ছেলে। এখানে আমরাও চাষবাস করি। আমার অনেক পেয়ারা বাগান আছে। সেই পেয়ারা বিক্রি করে আমার সংসার চলে। তাছাড়াও আমার পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে কুটির শিল্পের মতো বাজি শিল্প আছে। সেই বাজি শিল্পেও জিআই জন্য আবেদন করা হয়েছে রাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে। এদিকে বারুইপুরের পেয়ারা চাষিদের দাবি জিআই হলে তারা পেয়ারার সঠিক দাম পাবেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের কাছ থেকে কম দামে পেয়ারা কিনে ফোড়ের দল অধিক মুনাফা লাভ করছে। জিআই হলে এই অসাধু চক্র ধাক্কা খাবে।

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা

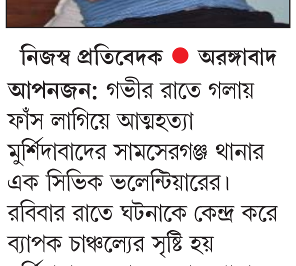

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গভীর রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। রবিবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম ভিকি রজক(৩১)। তার বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। সোমবার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বোলপুরে ভয়াবহ চুরি

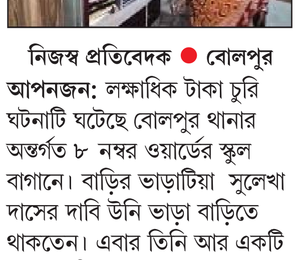

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: লক্ষাধিক টাকা চুরি ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার অন্তর্গত ৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুল বাগানে। বাড়ির ভাড়াটিয়া সুলেখা দাসের দাবি উনি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এবার তিনি আর একটি ভাড়া বাড়িতে আসবেন বলে গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ও জিনিসপত্র ভাড়া বাড়িতে রেখে যান। কিন্তু সাত সকালে এসে গৃহ প্রবেশ করতে গেলেই দেখেন বাড়ির গেট খোলা তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে সমস্ত কিছু চুরি হয়ে গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শান্তিনিকেতনে এবারেও পৌষ মেলা হচ্ছে না

Joint statement of the Santiniketan Trust and Visva-Bharati

It was unanimously decided after threadbare discussion by all present at the meeting (Prof. Retd. Sabujkoli Sen, Sri Anil Konar and Sri Kalikaranjan Chatterjee representing the Santiniketan Trust; members of the EC; Directors and Principals; Administrative officials of Visva-Bharati) held in hybrid mode on 4th December 2023 beginning at 10:30 am that based on the observations mentioned below, it does not seem feasible for the Santiniketan Trust and the University to organize the Pous Mela in 2023, despite all good intentions.

(1) Despite his efforts since joining as Upacharya, the period since that date, as well as days remaining from today, is extremely short to arrange an event of the scale and significance of the Pous Mela
(2) All stakeholders unanimously opined for the transparency of the online system for booking of stalls; however, despite an email message and a follow-up phone call the university is yet to hear from the IIT Kharagpur.
(3) The opinion in the last meeting of the Executive Council regarding obtaining fresh directives from the NGT (due to the gap of years between the last mela) is also awaited.
(4) Members of the Santiniketan Trust emphasized that a small, symbolic mela (because of the lack in adequate time) is financially non-viable.
(5) Associated essentials like cleaning of the water bodies adjacent to the mela ground, essential to both daily use of visitors as well as possible emergency fire-fighting efforts), sanitation, electricity, security and related arrangements is a work of a massive scale which the university is not in a position to manage within the short duration available before Pous Mela.

[signature] 5-12-2023
প্রভারী / In-charge

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনে ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা বহু টালবাহনার পর এবারেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আজ জানিয়ে দিল। এবছর ৮ ই নভেম্বর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী চলে যাওয়ার পর সকলেই আশা করেছিলেন যে এবারে যেভাবেই হোক পৌষ মেলা পূর্বপল্লী মাঠে হবে। নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিকও আশ্বাস দিয়েছিলেন ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা হবে। কিন্তু আজ বিশ্বভারতী জানিয়ে দিল যে এত কম সময়ের মধ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সেই ২০১৯ সাল শেষ বারের মতো পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূর্বপল্লী মাঠে। এবার পৌষ মেলা না হওয়ায়পরপর চার বছর মেলা হচ্ছে না। আজ বিশ্বভারতীতে মেলা নিয়ে বেশ বড় বৈঠক হয়েছিল এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়। যে এবারে মেলা করা যাবে না। তিন বছর মেলা না হওয়ার জন্য পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে।
এই পরিকাঠামো কম সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তাই এবারে মেলা বন্ধ।

'বেআইনি' পার্কিং সরানো হবে স্টেডিয়াম চত্বর থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে 'বেআইনি' পার্কিং সরানো হবে ইতিমধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার আগে ওই স্টেডিয়ামে 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগানো হয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পুরনিগমের অনুমতি থাকলেও সেই নিয়ম না মেনে এতদিন ধরে সেখানে 'অবৈধভাবে' তার প্রায় দশগুণ বেশি গাড়ি পার্কিং করার অভিযোগ উঠেছিল। অবশেষে ওই 'বেআইনি' পার্কিং সরানোর বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হচ্ছে। শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে হাওড়া সিটি পুলিশের নামে স্টেডিয়ামের বেশ কিছু জায়গায় 'নো পার্কিং বাই হাওড়া সিটি পুলিশ' হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে। আপাতত ৩০টির মতো গাড়ি মাঠের বাইরে স্টেডিয়াম চত্বরে রাখা যাবে বলে জানা গেছে। ৩ দিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে ত্রিশটি বাদে বাকি সব গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার জন্য। তার মধ্যে না সরানো হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এই ব্যাপারে হাওড়া পুরনিগম সূত্রের খবর, যে ৩০টি গাড়ি রাখা হবে তার ডিটেলস দিতে বলা হয়েছে। এর বাইরে বাকি সব গাড়ি সরিয়ে নিতে হবে। বিষয়টি লিখিতভাবে পুরনিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

আপনজন: ১০০ দিনের কাজের টাকা আদায়ের দাবিতে বিজেপির বিরুদ্ধেই তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল হলদিয়ায় যুব সভাপতি সেক আজগর আলীর নেতৃত্বে। ছবি সেক আনোয়ার হোসেন

মহাকাশে কাঠের স্যাটেলাইট পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান!

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম কাঠের তৈরি স্যাটেলাইট (উপগ্রহ) মহাকাশে পাঠাতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে দেশ দুটির মহাকাশ সংস্থা নাসা ও জেএএক্সএ মহাকাশে কাঠের স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

লিগনোস্যাট মিশন নামে পরিচিত এই উদ্ভাবনী প্রকল্পটির লক্ষ্য একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং বায়োডিগ্রেডেবল (ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কিছু দ্বারা পচনশীল হতে সক্ষম) উপাদান ব্যবহার করে মহাকাশে জায়গা নষ্ট হওয়ার ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করবে।

লিগনোস্যাট স্যাটেলাইট কী?

লিগনোস্যাট উপগ্রহের নামকরণ, কাঠের জন্য ল্যাটিন শব্দের নামানুসারে করা হয়েছে। এটি একটি ছোট, কিউব-আকৃতির কাঠামো হবে যার ব্যাস প্রায় ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৩৩০ গ্রাম। এটি প্রাথমিকভাবে ট্রিটেড জাপানি ম্যাগনোলিয়া কাঠ থেকে তৈরি করা হবে, এটি একটি হালকা ওজনের এবং টেকসই উপাদান যাকে মহাকাশের চরম পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতার জন্য সাবধানে নির্বাচন করা হয়েছে।

স্যাটেলাইটটি মহাকাশে কাঠের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা বিভিন্ন সেন্সর এবং যন্ত্র বহন করবে এবং ভবিষ্যতের মহাকাশযানে এর সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করবে। এই পরীক্ষাগুলা কাঠের তাপ পরিবাহিতা, কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং বিকিরণ এক্সপোজার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মূল্যায়নের ওপর ফোকাস করবে।

কাঠের স্যাটেলাইটের তাৎপর্য

লিগনোস্যাট মিশন মহাকাশ ধ্বংসাবশেষের ক্রমবর্ধমান সমস্যা প্রশমিত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি অপারেশনাল মহাকাশযান এবং ভবিষ্যৎ মহাকাশ অনুসন্ধান প্রচেষ্টা দুইয়ের জন্যই মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, হাজার হাজার স্যাটেলাইট, রকেট বডি এবং মানবসৃষ্ট স্পেস জাঙ্কের অন্যান্য টুকরা কক্ষপথে জমা হয়েছে। এগুলো ধ্বংসাবশেষের একটি বিপজ্জনক মেঘ তৈরি করেছে যার সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সঙ্গে সংঘর্ষ করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো ব্যাহত করতে পারে।

স্যাটেলাইট নির্মাণে কাঠের ব্যবহার মহাকাশ শিল্পে অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মহাকাশের শূন্যতায় কাঠ পুড়ে যায় না বা পচে না। যদিও, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের পর এটি সূক্ষ্ম ছাই হয়ে যাবে। এটি কাঠকে একটি বায়োডিগ্রেডেবল উপাদান করে তোলে যা পরিবেশের জন্য নিরাপদ।

বলা হয়েছে, ‘আউটার স্পেসের চরম পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং দশ মাস ধরে তীব্র মহাজাগতিক রশ্মি এবং বিপজ্জনক সৌর কণার সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষাগুলোতে কোনো ক্র্যাকিং, ওয়ার্পিং, পিলিং বা পৃষ্ঠের ক্ষতির মতো কোনো পচন বা বিকৃতি পাওয়া যায়নি’।

জলবায়ুভিত্তিক এআই মডেল বানাচ্ছে নাসা ও আইবিএম

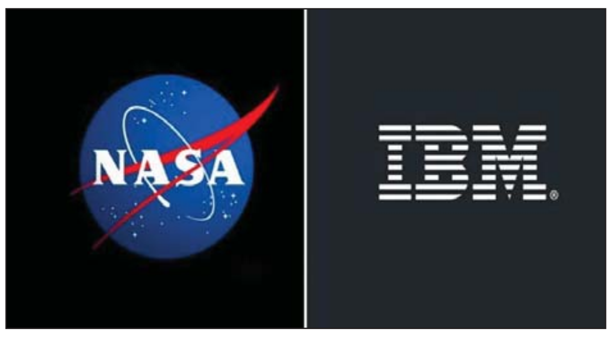

আপনজন ডেস্ক: আবহাওয়া ও জলবায়ুভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাপের জন্য নতুন এআই মডেল বানাচ্ছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও প্রযুক্তি জায়ান্ট আইবিএম। প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট এনগ্যাজেটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই যৌথ উদ্যোগে ভূবিজ্ঞান ও এআই খাতে নিজ নিজ মেধা ও দক্ষতাকে সমন্বয় করছে প্রতিষ্ঠান দুটি, যার মাধ্যমে ‘প্রচলিত প্রযুক্তি খাতে বড় অগ্রগতি’ আসার সম্ভাবনা আছে।

‘গ্রাফকাস্ট’ ও ‘ফোরকাস্টনেট’-এর মতো এআই মডেলগুলো এরই মধ্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা অর্জন করেছে, যা প্রচলিত ‘মিটিওরলজিকাল’ মডেলকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে আইবিএম বলছে, এগুলো ফাউন্ডেশন মডেল নয়, বরং ‘এআই ইমুলেটর’।

বিভিন্ন জেনারেটিভ এআইভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ব্যবহৃত ভিত্তি প্রযুক্তিকে ফাউন্ডেশন মডেল বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, এআই ইমুলেটর আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেয় বিভিন্ন ফাউন্ডেশন মডেলের প্রশিক্ষিত ডেটার ভিত্তিতে।

আইবিএম বলছে, আবহাওয়া পূর্বাভাসের পেছনে থাকা পদার্থবিদ্যাকে এনকোড করা সম্ভব হয়ে ওঠে এগুলোর পক্ষে।

এ ফাউন্ডেশন মডেল নিয়ে নাসা ও আইবিএম-এর বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা আছে। আর প্রচলিত মডেলগুলোকে তুলনায় নিলে এ নতুন মডেলে প্রবেশযোগ্যতা বিস্তৃত করার পাশাপাশি এর জবাব দেওয়ার সক্ষমতা আগের মডেলগুলোর চেয়ে দ্রুত করার ও এতে আরও বৈচিত্র্যময় ডেটা রাখার আশা করছে প্রতিষ্ঠান দুটি। এর আরেকটি মূল লক্ষ্য হল, জলবায়ুভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে পূর্বাভাসের নির্ভুলতা আগের চেয়ে উন্নত করা।

নতুন এ মডেলে যেসব সক্ষমতা আশা করা হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনার অনুমান, কম রেজুলিউশনের ডেটার ওপর ভিত্তি করে উচ্চ রেজুলিউশনের ডেটা অনুমান ও উড়োজাহাজের টার্বিউলেন্স থেকে শুরু করে দাবদাহের মতো পরিস্থিতি শনাক্ত করা।

এর আগে মে মাসে আরেকটি ফাউন্ডেশন মডেল নিয়ে কাজ করেছিল প্রতিষ্ঠান দুটি, যেখানে ‘ভূ-স্থানিক বুদ্ধিমত্তার’ জন্য নাসার স্যাটেলাইট থেকে নিজস্ব ওপেন সোর্স এআই প্ল্যাটফর্ম ‘হাগিং ফেইস’-এ ডেটা সংগ্রহ করে আইবিএম। এখন পর্যন্ত, কেনিয়ায় গাছ রোপণ ও সেখানকার পানিবিহীন অঞ্চলগুলো পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এআই মডেলটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল, আরও বেশি গাছ রোপণ করা ও পানি খরার মতো ঘটনা ঠেকানো। এ ছাড়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শহুরে দ্বীপগুলোর তাপমাত্রা বিশ্লেষণের বেলাতেও এআই মডেলটি ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

চ্যাটজিপিটিকে টেক্কা দিতে উদ্ভাবন হল ভারতজিপিটি

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশি দেশ ভারত ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটিকে টেক্কা দিতে উদ্ভাবন করল ভারতজিপিটি নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)।

১২ টিরও বেশি আঞ্চলিক ভাষায় পরিষেবা দিতে পারে ভারতজিপিটি। আলোড়ন ফেলে দেওয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বানিয়েছে বেঙ্গালুরুর এআই স্টার্টআপ কোরোভার এআই। এই প্রকল্পে ৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারে গুগল। এরই মধ্যে নন-ইকুইটি ফান্ডিং হিয়াবে ৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছে মার্কিন সংস্থাটি।

প্রযুক্তির দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যার ওপর ভর করে পরিষেবায় গতি আনার লক্ষ্যে বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই ভারতের স্টার্টআপ সংস্থাগুলো। আর এরই ধারাবাহিকতায় বেঙ্গালুরুর কোরোভার এআই এনেছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ভারতজিপিটি। সংস্থা দাবি করেছে, ১২ টিরও বেশি আঞ্চলিক ভাষায় পরিষেবা পাওয়া যাবে এখানে। আমেরিকার ওপেনএআই-এর চ্যাটজিপিটিকে টেক্কা দিতে চলেছে এই ভারত জিপিটি। ওপেনএআইয়ে বর্তমানে সব থেকে বেশি বিনিয়োগ রয়েছে মাইক্রোসফটের। এবার ভারতজিপিটিতে বড় অংকের বিনিয়োগ করতে পারে টেক জায়েন্ট গুগল।

এরই মধ্যে কোরোভার এআই-কে ফান্ডিং দিয়েছে গুগল। শিগগিরই আরো ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের কথাও রয়েছে। গুগলের ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেম ব্যবহার করে কোরোভারএআই। পাশাপাশি এই সংস্থার সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ রয়েছে গুগলের। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতজিপিটিতে এই বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।

ভারতজিপিটি কী?

এটি ভারতে তৈরি একটি জেনারেটিভ এআই মডেল। ২০১৬ সালে শুরু হয়েছে সংস্থার পথচলা। ওপেনএআই চ্যাটজিপিটিতে যেসব পরিষেবা পাওয়া যায়, তা মোটামুটি সবই এখানেও পাওয়া যাবে। তবে সুবিধা হলো, এখানে ১২ টিরও বেশি আঞ্চলিক ভাষা সাপোর্ট করবে।

এই চ্যাটবটে ছবি, ভিডিও, ম্যাপসহ একাধিক ডেটা রয়েছে বলে দাবি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের। চ্যাটজিপিটিতে বর্তমানে ৯৫ টি ভাষা সাপোর্ট করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাতেই ব্যবহার হয়।

কোরোভারের দাবি, তাদের চ্যাটবটে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। পাশাপাশি এই চ্যাটবটে বাইরে থেকেও একাধিক কাস্টম ডেটাও যোগ করা যায়। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এন্টারপ্রাইস রিসোর্স প্ল্যানিং, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস ইত্যাদি সিস্টেমের সঙ্গে কাজ করতে পারে ভারতজিপিটি এবং রিয়েল টাইম তথ্য দিতে পারে ক্লায়েন্টদের। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ - হোয়াটসঅ্যাপ, সিগন্যাল, জুমসহ একাধিক অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এই চ্যাটবট। হেলথ, ব্যাঙ্কিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বহু গ্রাহক রয়েছে এই সংস্থার।

মানুষের মতো কল্পনা করতে পারে ইঁদুররাও!

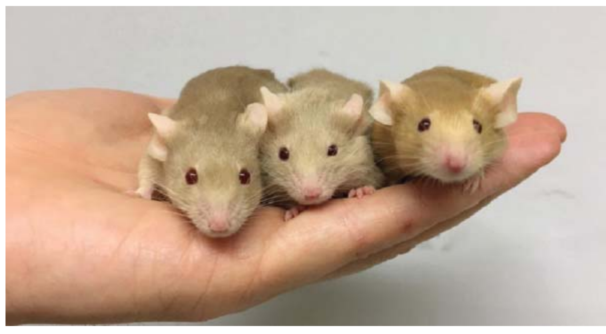

আপনজন ডেস্ক: বিভিন্ন বিষয়ে কল্পনা করার ক্ষমতা- সেটা কি শুধুই একা আপনার-আমার? এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দাবি, মানুষের মতো কল্পনা করতে পারে ইঁদুরেরাও।

ভার্চুয়াল বাস্তব পরিবেশ তৈরি করে তাদের ওপরে গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, অন্য সময়ের স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা তারা মনে করতে পারছে। ভাবনা-চিন্তাও করতে পারছে।

ভার্জিনিয়ার হওয়ার্ড হিউস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের জেনেলিয়া রিসার্চ ক্যাম্পাসের এক দল গবেষক এই পরীক্ষায় নেমেছিলেন। ভার্চুয়াল বাস্তবতায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ মাপতে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র (ব্রেন মেশিন ইন্টারফেস) তৈরি করেছিলেন তারা। এর পর গবেষণাগারে ইঁদুরের ওপরে সেটি প্রয়োগ করা হয়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইঁদুরেরাও মানুষের মতো ভাবনা-চিন্তা করতে পারছে। যে পরিস্থিতি বা বাস্তবে তারা ওই মুহূর্তে নেই, তার কথাও ইঁদুরেরা ভাবতে পারছে।

শুধু তাই নয়, গবেষণায় দেখা গিয়েছে ভার্চুয়াল বাস্তবে ভাবনা-চিন্তা করে ইঁদুরেরা কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতেও সক্ষম।

গবেষকেরা দেখেছেন, নতুন পরিবেশ ও ঘটনায় মানুষের মতো ইঁদুরের মস্তিষ্কেও উদ্দীপনা তৈরি হয়। ইঁদুরের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অংশ (যেখানে আমাদের স্থান, কাল সংক্রান্ত স্মৃতি ও তথ্য জমা থাকে) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে তারা পূর্ব অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও তথ্য থেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ডিপফেক থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায়

আপনজন ডেস্ক: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা আর নতুন করে সবার কাছে বলার অপেক্ষা রাখে না। সব কিছুতেই এআইয়ের ছোঁয়া। এআই দিয়ে ইচ্ছামতো ছবি, ভিডিও বানাতে পারবেন। এছাড়া চাইলে গল্প লিখতে পারবেন, সিভি বাইনিয়ে নিতে পারবেন এআই দিয়ে। তবে এআইয়ের ভিন্ন এক রুপও দেখে ফেলেছে বিশ্ববাসী। কীভাবে অন্যদের হেয় করা হচ্ছে এআইয় দিয়ে তৈরি ছবি এবং ভিডিও দিয়ে। সম্প্রতি দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মন্দানা, বলিউড অভিনেত্রী আলিয়ার ভুয়া ভিডিও ভাইরাল হয়। যা তৈরি হয়েছে ডিপফেক দিয়ে।

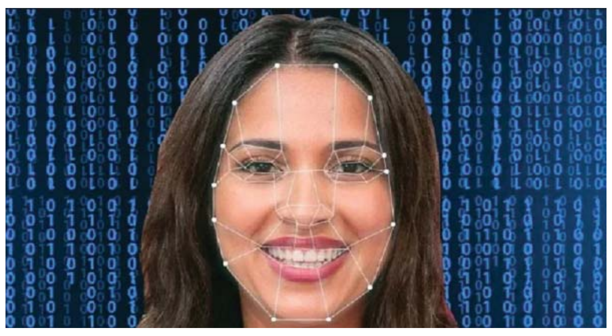

শুধু সেলিব্রিটিরাই নন, এই সমস্যায় সাধারণ মানুষও। কীভাবে অনলাইনে এই ফাঁদ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন জেনে নিন-

> অনলাইনে ভিডিও এবং ছবি দেওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। খুব অপ্রয়োজনীয় ভিডিও কিংবা ছবি শেয়ার না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর করলেও অবশ্যই প্রাইভেসি সেটিং খতিয়ে দেখে নিন।

> সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের পাসওয়ার্ডগুলো যেন অবশ্যই শক্তিশালী হয়। এছাড়াও ভিডিও এবং ছবিও লক করে রাখতে পারেন। এতে চট করে আপনার আপলোড করা ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করতে পারবে না। মাঝেমধ্যেই পাসওয়ার্ড বদলে ফেলুন।

> নিজের ডিভাইসে নামি এবং জনপ্রিয় অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করুন। এতে সহজে আপনার মোবাইল কিংবা ল্যাপটপে ম্যালওয়্যার প্রবেশ করতে পারবে না। ব্যবহারকারীরের ডাটা সংগ্রহের জন্য সাধারণত ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে থাকে হ্যাকাররা। আর এখানেই আপনাকে সুরক্ষিত রাখবে অ্যান্টিভাইরাস।

> সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ছবি এবং ভিডিও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ওয়াটারমার্ক আপনাকে নিরাপদে রাখার জবর চাবিকাঠি। এমনিতে আপনার ছবি কিংবা ভিডিও যাতে অন্য কেউ নিজের নামে চালিয়ে দিতে না পারে, তার জন্যই ওয়াটার মার্ক ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে ডিপফেক থেকে বাঁচতে দারুণ কাজে দেবে এই অপশনটি। আবার কোথা থেকে ভিডিও বা ছবি চুরি করা হয়েছে, সেই সোর্সও জানা যাবে অনায়াসে।

> ডিপফেক নিয়ে নিজে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করুন। অন্যকেও জানান এবং তাদের থেকেও জানার চেষ্টা করুন। বিষয়টি নিয়ে যাবতীয় তথ্য থাকলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুবিধা হবে।

স্মার্টফোনের অ্যাপ আপনার গোপন তথ্য সংগ্রহ করছে, এখনই সতর্ক হোন

আপনজন ডেস্ক: বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে অনেকেই নানান প্রতিষ্ঠানের অ্যাপ ব্যবহার করেন। অ্যাপগুলো নামানোর সময়ই কাজের প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের কাছে থেকে স্মার্টফোনের মাইক্রোফোন, কল লগ ও ক্যামেরাসহ বিভিন্ন তথ্য ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নেয়।

তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ব্যবহারকারীর কোনো তথ্য অ্যাপ জানতে পারে কি-না, তা জানা প্রয়োজন। স্মার্টফোনে ইনস্টল করা কোন কোন অ্যাপ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তা এক নজরে দেখে নেই-

স্মার্টফোনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ব্যবহারের অনুমতি নেয়া অ্যাপগুলোর তথ্য জানার জন্য প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের সেটিংসে প্রবেশ করে প্রাইভেসি অপশন নির্বাচন করতে হবে।

এরপর পারমিশন ম্যানেজারে ট্যাপ করে পরবর্তী পেজে প্রবেশ করতে হবে। এতে ফোনের ক্যালেন্ডার, কল লগস, ক্যামেরা, কন্টাক্টস, ফাইলস অ্যান্ড মিডিয়া, লোকেশন, মাইক্রোফোন ইত্যাদি অপশন ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া অ্যাপের সংখ্যা দেখা যাবে।

এবার মাইক্রোফোন অপশনে ট্যাপ করলেই কোন কোন অ্যাপের মাইক্রোফোন ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে, তা জানা যাবে। একইভাবে ক্যামেরা বা কন্টাক্ট অপশনে ক্লিক করে সেগুলো ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া অ্যাপগুলোর নাম জানা যাবে।

এছাড়া পারমিশন থেকে অল পারমিশনস অপশন নির্বাচন করলে কোন অ্যাপ তথ্য সংগ্রহ করছে, এও জানার সুযোগ রয়েছে।

এবার এল লেজার টিভি, ঘরের দেওয়ালকেই বানিয়ে নিন স্ক্রিন

আপনজন ডেস্ক: ইলেক্ট্রেনিক্স এর বাজারে এবার এলো লেজার টিভি। এই টিভির সুবিধা হল ঘরের দেওয়ালকেই স্ক্রিন বানিয়ে নিতে পারবেন। অনেকটাই প্রজেক্টরের মতোই। এই টিভি এনেছে ফরমুভি নামের একটি প্রতিষ্ঠান। মডেল লেজার টিভি সি৩।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার দেওয়া হয়েছে এই টিভিতে। দুর্দান্ত কালার ব্যালান্স করতে সক্ষম এই লেজার টিভি, তার জন্য এতে রয়েছে অ্যাডভান্সড লেজার ফসফর ডিসপ্লে বা এএলপিডি প্রযুক্তির। এই ডিসপ্লেটি ৪০০ নিট ব্রাইটনেস, ফোরকে রেজুলেশন দিতে পারে। টিভির অ্যাডজাস্টেবল ইমেজ সাইজ ৮০ থেকে ১২০ ইঞ্চি। আর এই ইমেজ সাইজিংয়ের জন্যই টিভিটি সাধারণের থেকেও অনেক ভালো ভিজুয়াল এক্সপেরিয়েন্স দিতে পারে।

এই লেজার টিভির অডিও কোয়ালিটিও চমকপ্রদ। এতে রয়েছে ডলবি অডিও, ডিটিএস-এইচডি এবং দুইটি ১৫ ওয়াটের লার্জ ক্যাভিটি স্পিকার্স, যা দর্শকদের অসামান্য পিকচার কোয়ালিটির পাশাপাশি সব শব্দ ভালোভাবে শুনতে দেবে। প্রজেক্টরটি ফোরকে এইচডিআর ১০ প্লাস সাপোর্ট করে।

এছাড়াও এটি হাই ৩০০০:১ কন্ট্রাস্ট রেশিও এবং ১.০৭ বিলিয়ন কালার প্রোডিউস করারও ক্ষমতা রাখে এই লেজার টিভি।

এমইএমসি গ্লোবাল মোশন টেকনিক থাকার ফলে এই টিভি নিখুঁত পিকচার কোয়ালিটি দিতে সক্ষম। সফটওয়্যার হিসেবে এই টিভিতে রয়েছে ফেঙ্গওস অপারেটিং সিস্টেম। এছাড়াও এই টিভি অ্যামাজন ফোরকে ফায়ার স্টিক ম্যাক্স ফিচার করছে, যা ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিসেস থেকে ফাংশন সর্বক্ষেত্রে সিমলেস নেভিগেশন দিতে পারে। সেই সঙ্গেই আবার রয়েছে ওটিটি ভিডিও থেকে গেম এন্টারটেইনমেন্ট। ডিজাইনের দিক থেকে এই লেজার টিভি আলট্রা-থিন, বর্ডারলেস ফুল স্ক্রিন ডিজাইনের। এই টিভি দেখলে আপনার মনে হবে যেন, দেওয়ালেই কোনো সিনেমা বা সিরিজ দেখছেন। তবে এই টিভির দাম বেশ চড়া। ভারতে বিক্রি হচ্ছে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকায়।

বন্ধ হচ্ছে মাইক্রোসফট ৩৬৫ ব্রাউজার এক্সটেনশন

আপনজন ডেস্ক: বহুপরিচিত মাইক্রোসফট ৩৬৫ ব্রাউজার এক্সটেনশনের সমাপ্তি নিশ্চিত করলো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট। সম্প্রতি একটি ঘোষণায় উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম নির্মাতারা জানিয়েছেন, অবশেষে মাইক্রোসফ্ট ৩৬৫ ব্রাউজার এক্সটেনশন, যার আগের নাম অফিস ব্রাউজার এক্সটেনশন সেটিকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ শুরুর দিকে এর সব রকম আপডেট বন্ধ করা হবে এবং মাইক্রোসফট কোনো রকম সাপোর্ট দেবে না।

মাধ্যমিক ২০২৪

ভূগোলে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ

স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ। সামনে মাধ্যমিক। এবার আপনজনের পাতায় শুরু হলো নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ, সর্বোচ্চ নম্বর তোলার কৌশল, এছাড়া থাকবে মডেল প্রশ্ন, তাছাড়াও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর।পরীক্ষার্থীদের জন্য সস্নেহে এগুলি প্রস্তুত করেছেন সাতটি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ সরখেল। এ সপ্তাহের বিষয় ভূগোল। প্রস্তুত করেছেন **সুযশ কান্তি ঘোষ**, সহ শিক্ষক, মল্লভপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির (উ: মা:)।

স্নেহের ছাত্র ছাত্রীরা,
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত ভূগোল বিষয়ের একজন শিক্ষক ও পরীক্ষক হিসাবে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য ছাত্র ছাত্রী দের জন্য কিছু পরামর্শ দিলাম।

WBBSE র মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সঙ্গে ভূগোল বিষয়েও ১০০ নম্বর পাওয়া এখন সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের TEST EXAMINATION সমাপ্ত হয়েছে।অর্থাৎ তোমাদের TEXT BOOK complete হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো তোমরা নিতে পারো :-

১)- TEXT BOOK এ অধ্যায়ভিত্তিক জ্ঞানমূলক ও তথ্যমূলক জ্ঞানলাভ করার পর অনুশীলনী ও বিগত বছরের TEST PAPER & QUESTION BANK র MCQ, SAQ question গুলি প্র্যাক্টিস করে GEOGRAPHY TEACHER দের দ্বারা চেক করবে।

২)- প্রাকৃতিক ভূগোল ও আঞ্চলিক ভূগোলের পৃথক পৃথক SHORT QUESTION এর জন্য TEXT BOOK ও REFERENCE BOOK থেকে তথ্য ভাণ্ডার সংগ্রহ করে নিয়মিত PRACTICE করবে।

৩)- 2 নং QUESTION এর জন্য সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করে তার যথার্থ উত্তর লিখে TEACHER দের কাছে থেকে CHECK করিয়ে নেবে। 2 MARKS এর QUESTION এর উত্তর লেখার সময় সংজ্ঞা, উধাহরন, বা অবস্থান সঠিক ভাবে লেখার চেষ্টা করবে।

৪)- 3 MARKS এর QUESTION লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন বুঝে উত্তর লিখবে। সাধারণত 3 নং প্রশ্নে পার্থক্য, কেনো, কিভাবে গড়ে উঠেছে - এই ধরনের প্রশ্ন উত্তর লেখার PRACTICE করবে।

দ্রষ্টব্য : তোমরা বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা, উপগ্রহ চিত্র ও ভুবৈচিত্রসুচক মানচিত্র এই দুটি অধ্যায় থেকে একটি করে 2 MARKS এবং 3 MARKS এর QUESTION কমন পাবে। তাই এই দুটি ছোট অধ্যায় ভালো করে পড়বে।

৫)- 5 MARKS এর প্রশ্ন খুবই সাজেস্টিভ আসে। প্রাকৃতিক ভূগোল ভূমিরূপের বর্ণনা লেখো ও বায়ুমণ্ডল থেকে QUESTION অবশ্যই দেবে। এই প্রশ্নগুলি চিত্রসহ উত্তর বারে বারে বাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা PRACTICE করবে।

৬)- 5 MARKS এ অর্থনৈতিক ভূগোল থেকে কৃষিজ ফসল থেকে একটি প্রশ্ন থাকে যেখানে অনুকূল ভৌগলিক পরিবেশ লিখতে হয়। মনে রাখতে হবে 5 টি POINT লেখার পাশাপাশি অবস্থান দেখাতে হবে।
শিল্প থেকে ও সাধারণত কেন্দ্রীভবন বা একদেশীভবন বা গড়ে ওঠার কারণ লিখতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে গড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি লেখার পর ভারতের মানচিত্রে অবস্থান দেখাতে হবে।

৭)- MAP POINTING বিভাগে খুবই সহজে তোমরা 10 পেতে পারো। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নদী/ পর্বত ও পর্বতশৃঙ্গ/ হ্রদ/ শহর - নগর - রাজধানী/ উপকূল - প্রণালী/ কৃষিজ ফসল ও গবেষণাকেন্দ্র/ শিল্পকেন্দ্র/ বিমানবন্দর - সমুদ্রবন্দর - বিভিন্ন বিভাগ ধরে ধরে PRACTICE করবে।

৫.১:- প্রাকৃতিক ভূগোল (২ টি লিখতে হবে)
ক)- বায়ুর/ হিমবাহের ক্ষয় গঠিত তিনটি ভূমিরূপ চিত্রসহ আলোচনা করো।
খ)- জোয়ার ভাটা সৃষ্টির কারণ আলোচনা কর।
গ)- নিয়ত বায়ুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগ করো।
ঘ)- উষ্ণতার তারতম্যে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস কর।
চ)- নিয়ত বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে চাপবলয়ের সম্পর্ক লেখো।
চ)- উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র স্রোতের প্রভাব আলোচনা করো।

৫.২:- আঞ্চলিক ভূগোল(২ টি লিখতে হবে)
ক)- পূর্ব ও মধ্য ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি লেখো।
খ)- গম/ চা চাষের অনুকূল ভৌগলিক পরিবেশ আলোচনা করো।
গ)- পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের গড়ে ওঠার কারণগুলি লেখো।
ঘ)- ভারতে নগরায়নের কারণগুলি লেখো।
চ)- পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূল এর পার্থক্য লেখো
চ)- পশ্চিম হিমালয়ের ভূপ্রকৃতি র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩ নং এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:-
১)- নদী উপত্যকা ও হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে পার্থক্য লেখো।
২)- বদ্বীপ গঠনের অনুকূল ভৌগলিক পরিবেশ লেখো।
৩)- মরুভূমি সম্প্রসারণ রোধের উপায়গুলি লেখো।
৪)- মরুভূমিতে বায়ুর কার্য অধিক লক্ষ করা যায় কেনো?
৫)- ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় কেনো?
৬)- ওজন স্তরের গুরুত্ব লেখো।
৭)- সমুদ্র বায়ু ও স্থল বায়ুর পার্থক্য লেখো।
৮)- বৈপরীত্য উষ্ণতা কাকে বলে?
৯)- উচ্চ স্থান শীতল হয় কেনো?
১০)- ঘুর্ণবাত ও প্রতিপ ঘূর্ণবাত এর পার্থক্য লেখো।
১১)- প্রতিপ ঘুর্ণবাত এ শান্ত অবস্থা বিরাজ করে কেনো?
১২)- সমুদ্র তরঙ্গ ও সমুদ্র স্রোতের পার্থক্য লেখো।
১৩)- জোয়ার ভাটার সুফল কুফল লেখো।
১৪)- জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য র পার্থক্য লেখো।
১৫)- পাহাড়ের অনুবাত ঢালে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল সৃষ্টি হয় কেনো?
১৬)- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তে শিক্ষার্থীর ভূমিকা লেখো।
১৭)- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা র তিনটি উদ্দেশ্য লেখো।
১৮)- ভাগীরথী ও হুগলি নদীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে লেখো।
১৯)- করমন্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় কেনো?
২০)- বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কাকে বলে?
২১)- বৃষ্টির জল সংরক্ষণে তামিলনাড়ুর ভূমিকা লেখো।
২২)- পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষির উন্নতি লেখো।
২৩)- ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির 3 টি কারণ লেখো
২৪)- ভারতের কৃষির তিনটি সমস্যা লেখো।
২৫)- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নিবিড় ধান চাষ লক্ষ করা যায় কেনো?
২৬)- ভারতের নগরায়নের তিনটি সমস্যা লেখো।
২৭)- রবি শস্য ও খারিফ শস্যের পার্থক্য লেখো।
২৮)- ভু বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র ও উপগ্রহ চিত্রের পার্থক্য লেখো।
২৯)- উপগ্রহ চিত্রের ব্যাবহার ও গুরুত্ব লেখো।
৩০)- জন ঘনত্ব ও মানুষ জমি অনুপাতের পার্থক্য লেখো।
৩১)- ভু বৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের ব্যবহার লেখো।

২ নং এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:-
১)- বার্গস্রুন্ড কী?
২)- নুনাটক কী?
৩)- ধারণ অববাহিকা কাকে বলে?
৪)- ষষ্ঠঘাতের সূত্র টি লেখো।
৫)- বাজাদা কী?
৬)- ব্লো - আউট কী?
৭)- বারখান কাকে বলে?
৮)- গাসি কী?
৯)- হিমশৈল কাকে বলে?
১০)- ভাবর কী?
১১)- সার্ক কী?
১২)- ডেকান ট্র্যাপ বলতে কী বোঝ?
১৩)- এরোসল কী?
১৪)- ধোঁয়াশা কী?
১৫)- এলবেডো কাকে বলে?
১৬)- সমষ্ণরেখা কাকে বলে?
১৭)- ক্যাটাবেটিক বায়ু কাকে বলে?
১৮)- সিজিগি কী?
১৯)- পেরিজি কাকে বলে?
২০)- জায়েদ শস্য কী?
২১)- অনুসারী শিল্প কাকে বলে?
২২)- বাগিচা কৃষি কাকে বলে?
২৩)- ট্রাক ফার্মিং কাকে বলে?
২৪)- সোনালী চতুর্ভুজ কী?
২৫)- দুটি যমজ নগরীর নাম লেখো।
২৬)- দুটি উচ্চফলনশীল গম বীজের নাম লেখো।
২৭)- E বর্জ্য কাকে বলে?
২৮)- ল্যান্ডফিল কী?
২৯)- ইউট্রিফিকেশন কাকে বলে?
৩০)- স্ক্রাবার কী?
৩১)- কম্পোস্টিং কী?
৩২)- লিচেট কী?
৩৩)- দুর সংবেদন কাকে বলে?
৩৪)- PIXEL কী?
৩৫)- সেন্সর কী?
৩৬)- FCC কী?
৩৭)- ভু সমলয় উপগ্রহ কাকে বলে?
৩৮)- মিলিয়ন শিট কী?

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গুলির সাথে TEST PAPER সলভ করবে।

সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য জরুরি সঠিক ‘কেরিয়ার কাউন্সেলিং’

জে হাসিবুর রহমান
ডব্লুবিসিএস
ডিরেক্টর, কে. এম. কেরিয়ার ইনস্টিটিউট

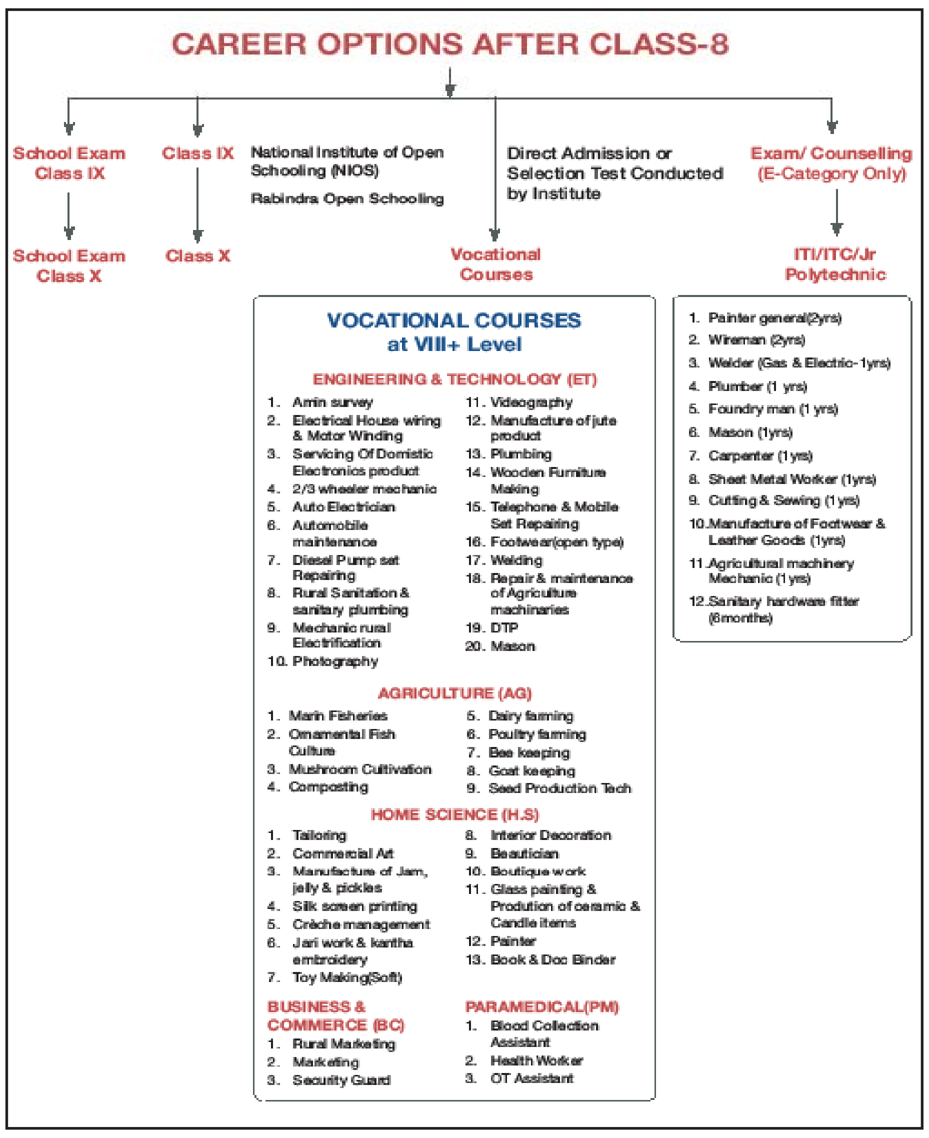

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং ব্যাবস্থা সমাজে খুব একটা প্রচলিত নয়, মুষ্টিমেয় হাতে গনা কিছু পরিবার কেরিয়ার কাউন্সেলিং করিয়ে থাকেন,আবার মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তানের নম্বরের উপর ভিত্তি করে তাদের কেরিয়ার গড়ে ওঠে।

তাই মুস্কিল আসান করতে ও সঠিক তথ্য পেতে সঠিক কেরিয়ার কাউন্সেলিং অত্যন্ত জরুরী। কেননা পেশা নির্বাচন করতে হয় সন্তানের রুচি, বুদ্ধি ও তার্কিক ক্ষমতার ভিত্তিতে।

বাচ্চাদের কেরিয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক মা - বাবাই চিন্তিত থাকেন।কোন পেশায় তার সন্তান ভালো আয় করতে পারবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে, এ সবই আধুনিক যুগের অভিভাবকরা ভাবনা-চিন্তা করেন।

অনেক সময় বেশিরভাগ অভিভাবকরা সন্তানের ওপর কোনও পেশা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।তবে এটা সত্য যে, অনেকে আছেন যাঁরা নিজের সন্তানকে পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা দেন।বাচ্চার বাস্তব ক্ষমতা জানার জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং অত্যন্ত জরুরী। কিছু কিছু বাচ্চা নিজের কেরিয়ার নিয়ে লক্ষ্যে স্থির থাকে। তবে বড় হয়ে কোন পেশায় যেতে চায়, তা কেউ কেউ ঠিক করে উঠতে পারে না।এমন কঠিন পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের অ্যাকাডেমিক, পরীক্ষা ও কেরিয়ারের সঙ্গে জড়িত সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি বাচ্চাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জানার পর তাদের সঠিক কেরিয়ার নির্বাচনে সাহায্য করতে একজন সুদক্ষ কেরিয়ার কাউন্সিলর বদ্যপরিকর।

মূলত কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ফলে বাচ্চারা সঠিক বিষয় ও ফিল্ড চয়নের সুযোগ পায়।

কাউন্সেলিংয়ের পর বাচ্চাদের মনের বিভ্রান্তি ও জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হয়ে যায়।

কোন বিষয়ের প্রতি তাদের রুচি আছে,সে বিষয় তারা স্পষ্ট জানতে পারে। ফলে সেই দিক দিয়ে কেরিয়ার তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলে তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে।

অনেক সময় যে বিষয়ে ভালো নম্বর পায়, তাকে কেন্দ্র করেই নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলার চেষ্টা করে বাচ্চারা।

কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো ওই বিষয়ে পেশা নির্বাচনের কোনো সুযোগ থাকে না বা অনেক সময় বাচ্চারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে , যার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে অনুতপ্ত এর শিকার হয় বেশিরভাগ বাচ্চারাই। একজন সুদক্ষ কেরিয়ার কাউন্সিলর ভবিষ্যতে চাকরির নতুন বিকল্প - সম্পর্কে অবগত করান।

সকলেই যে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট,শিক্ষক হতে হবে তার কোনও মানে নেই বরং ফাইন্যান্স, টেকনোলজি,আর্কিটেকচার,হোটেল ম্যানেজমেন্ট, মিডিয়া সহ আর্থ -সামাজিক এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কোর্স চয়নের মাধ্যমে সন্তান নিজের কোর্স নির্বাচন এবং দ্রুত সাফল্যের স্বাদ পেতে পারে।

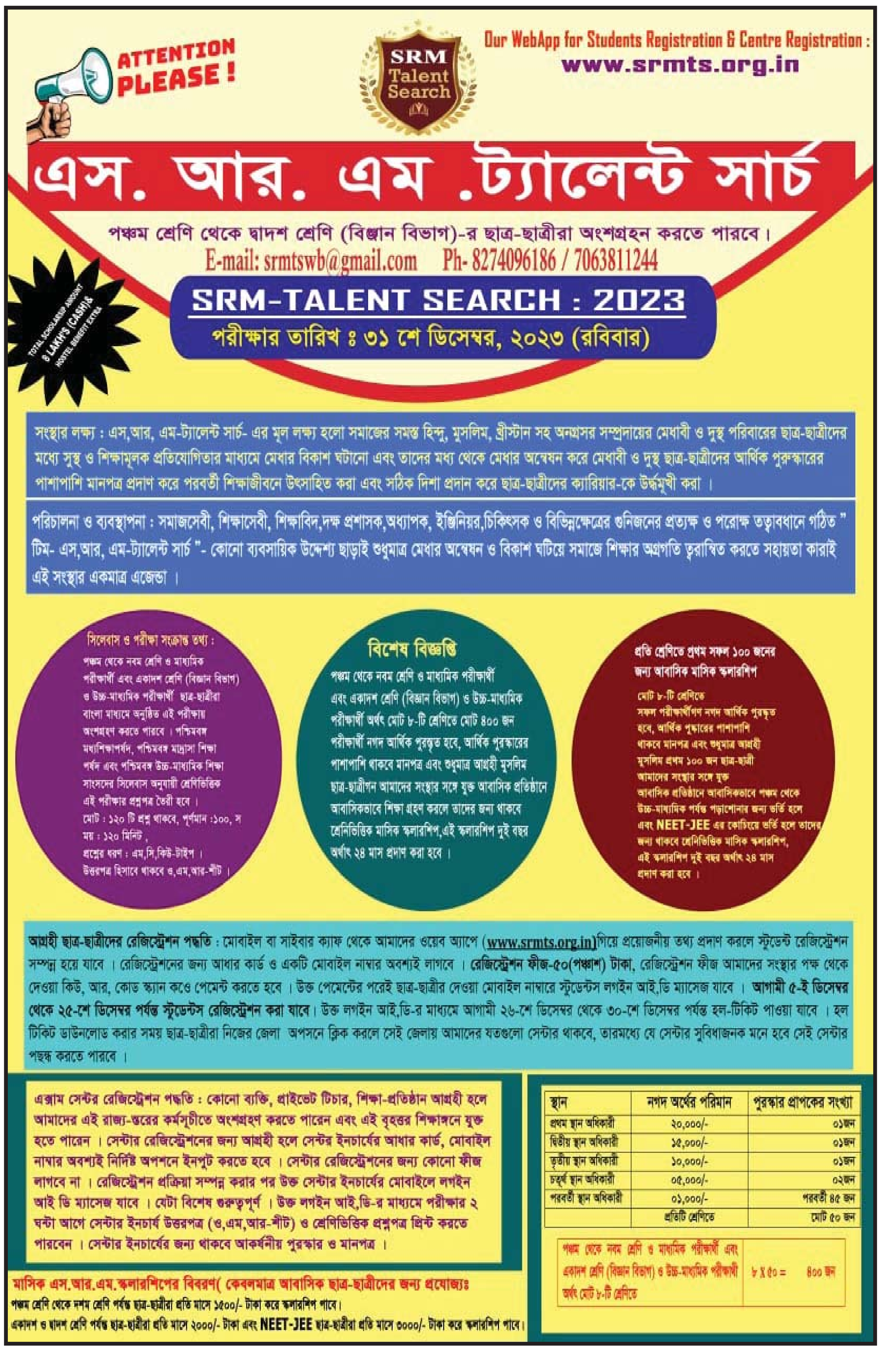

বার্সেলোনার জয়ে ফেলিক্সের ‘প্রতিশোধ’

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের ২৮ মিনিটে বক্সের মধ্যে ঢুকে কোনা থেকে চিপ শটে বল জালে জড়িয়ে দিলেন জোয়াও ফেলিক্স। আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বার্সেলোনা এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে। কাল রাতে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের লা লিগার ম্যাচটিতে বার্সার জন্য ফেলিক্সের গোলটি ছিল ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, শেষ পর্যন্ত যা দলটিকে এনে দিয়েছে ১-০ ব্যবধানের জয়ও।

কিন্তু ২৪ বছর বয়সী পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের জন্য এটি ছিল ‘প্রতিশোধ’। আর তাই উদ্‌যাপনের একপর্যায়ে বিজ্ঞাপনের বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে যেন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিতে চাইলেন।

ফেলিক্স মূলত আতলেতিকোরই খেলোয়াড়। সর্বশেষ দলবদলে ধারে বার্সেলোনায় এসেছেন। বেশির ভাগ ধারের ক্ষেত্রে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অপশন থাকে। কিন্তু ফেলিক্সকে আতলেতিকো পাঠিয়েছে শুধুই এক বছরের ধারে। অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৩০ জুনের পর বার্সেলোনা তাঁকে রেখে দিতে চাইলে নতুনভাবে আলোচনা করতে হবে। নয়তো ফেলিক্সকে ফিরতে হবে আতলেতিকোতেই।

তবে চার বছর আতলেতিকোতে কাটিয়ে স্বস্তিতে ছিলেন না ফেলিক্স। ২০১৯ সালে বেনফিকা থেকে আসা এই পর্তুগিজের সঙ্গে আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে এবং ক্রীড়া পরিচালক আন্দ্রে বার্তার সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর মাঠের খারাপ ফর্ম। গত বছরের শুরুতে আতলেতিকো তাঁকে চেলসিতে ধারে পাঠায়। যদিও প্রিমিয়ার লিগেও ভালো করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নিজের বেতন কমিয়েই ধারে চলে এসেছেন বার্সেলোনায়। প্রায় এক বছর আতলেতিকো মাদ্রিদের বাইরে থাকলেও ফেলিক্স তাঁর ‘প্যারেন্ট ক্লাব’টি থেকে নানা অস্বস্তিকর মন্তব্য শুনেছেন। মাঝে বার্সেলোনায় ঘুরে যাওয়া আঁতোয়ান গ্রিজমান যেমন ফেলিক্সের মধ্যে ‘ধারাবাহিকতা’র অভাব বা ‘ক্লান্তির ছাপ’ দেখেন বলে মন্তব্য করেছেন। মিডফিল্ডার সাউল নিগুয়েজ বলেছেন, ফেলিক্সের আরও উন্নতি করতে হবে। এ ছাড়া লা লিগার বার্সা-আতলেতিকো ম্যাচের ম্যাচে কোচ সিমিওনেকে যখন ফেলিক্সকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জবাব দেন ‘সে এখন আমাদের খেলোয়াড় নয়।’ যদিও ফেলিক্সের মূল ক্লাব এখনো আতলেতিকোই।

৭৭ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সকে তুলে নেন জাভি হার্নান্দেজ

৭৭ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সকে তুলে নেন জাভি হার্নান্দেজএএফপি

এ সবের প্রেক্ষিতেই বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্দেজকে ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে ফেলিক্সের সমালোচনা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন বার্সা কোচ বলেছিলেন, এ সব সমালোচনার জবাব দেওয়া উচিত ফেলিক্সেরই, ‘আমি চাই আতলেতিকোর বিপক্ষে এ সব তাঁকে উদ্দীপিত করে তুলুক। সে এখানে খুবই আনন্দে আছে, ধারাবাহিকও। সে যেভাবে এই দলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এবং খেলছে, তাতে আমি খুশি।’ আতলেতিকোর বিপক্ষে ফেলিক্সের গোলেও। ম্যাচশেষে বলেছেন, ‘ফেলিক্স প্রচুর পরিশ্রম করেছে। সে খুব ভালো জায়গায় ছিল, বলও পেয়েছে। ওকে আনন্দিত দেখাচ্ছে। আমি ওকে নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট।’ ফেলিক্সের গোলে জয়টি লিগে আতলেতিকোর বিপক্ষে বার্সেলোনার টানা চতুর্থ। ১৫ ম্যাচে ১০ জয় ও ৪ ড্র নিয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট এখন ৩৪। লিগ পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান তিনে। ৩৮ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে যথাক্রমে রিয়াল মাদ্রিদ ও জিরোনা।

শেষ ওভারের আগে নিজেকে ‘অপরাধী’ ভাবছিলেন আর্শদীপ

আপনজন ডেস্ক: দলের সম্বল ১৬০ রান, সেখানে প্রথম ৩ ওভারে একাই দিয়েছিলেন ৩৭ রান। আর্শদীপ সিং ভেবেছিলেন, ম্যাচে ‘অপরাধী’ হতে যাচ্ছেন তিনিই। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম ম্যাচের শেষ ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর ভারতের নায়কই বনে গেছেন ২৪ বছর বয়সী এই পেসার।

শেষ ম্যাচে গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে ৬ রানে হারিয়ে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে ভারত। ১৬১ রানের লক্ষ্যে ১৭ ওভার শেষে ৭ উইকেটে ১২৯ রান ছিল অস্ট্রেলিয়ার। আবেশ খানের ১৮তম ওভারে তিন চার মেরে সমীকরণটা সহজ করে আনেন ম্যাথু ওয়েড, তবে ১৯তম ওভারে মুকেশ কুমার ৭ রানের বেশি দেননি। এর ফলে শেষ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ১০ রান। শেষ ওভার করতে আসেন তখন পর্যন্ত খরুচে থাকা আর্শদীপ। ওয়েডের বিপক্ষে প্রথম ২ বল দেন ডট, যদিও এর একটি ওয়াইড হওয়ার কথা থাকলেও আম্পায়ার তা দেননি। তৃতীয় বলে লং অনে ক্যাচ তোলেন ওয়েড। একটু আগেও ব্যাকফুটে থাকা ভারত এগিয়ে যায় তাতেই। শেষ ৩ বলে ৩টি সিঙ্গেল দেন আর্শদীপ, ভারত পায় দারুণ এক জয়।

কিন্তু শেষ ওভার করতে আসার আগে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না আর্শদীপ, ‘ম্যাচের অনেকটা সময়, প্রায় প্রথম ১৯ ওভারে আমি ভাবছিলাম যে বেশি রান দিয়ে ফেলেছি এবং আমিই ম্যাচের অপরাধী হতে যাচ্ছি।’

সত্যি বলতে কি, আমার মনের মধ্যে কিছুই চলছিল না। সূর্য (অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব) ভাই আমাকে বলেছিলেন, যা ঘটার তা ঘটবেই। সেটি হয়নি। নিজের ওপর অবশ্য আর্শদীপ আস্থা রেখেছিলেন ঠিকই, ‘তবে ঈশ্বর আমাকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেছি আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এটি ডিফেন্ড করতে পেরেছি। (কোচিং) স্টাফের পাশাপাশি যাঁরা আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ।’

শেষ ওভারে ব্লকহোল তাক করে বোলিং করে সফল হয়েছেন তিনি। সে ওভারে নিজের মনোভাব প্রসঙ্গে ৪০তম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা পেসার বলেছেন, ‘সত্যি বলতে কি, আমার মনের মধ্যে কিছুই চলছিল না। সূর্য (অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব) ভাই আমাকে বলেছিলেন, যা ঘটার তা ঘটবেই।’ ওয়েড, সিরিজ জিতে নিল ভারত এ মাঠে ১৬০ বা এর কম রান করেও কোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জেতার সর্বশেষ ঘটনা ছিল ২০১৭ সালে। এরপরও আর্শদীপ কৃতিত্ব দিয়েছেন ব্যাটসম্যানদের, ‘তারা আমাদের সত্যিই একটা ভালো সংগ্রহ এনে দিয়েছে কঠিন এক উইকেটে। আমাদের অতিরিক্ত ১৫ থেকে ২০ রানের একটা বর্ম ছিল।’ এমনিতে বেশ বড় স্কোরই হয় চিন্নাস্বামীতে। তবে বৃষ্টির কারণে উইকেটের চরিত্র বদলে গিয়েছিল গতকালের ম্যাচে, ১৬০ রানই সেখানে হয়ে উঠেছে জয়ের মতো। তাতে বোলিংটাও হতে হতো দারুণ। ভারত অবশ্য পেয়েছে ভাগ্যের সহায়তাও। বেন ম্যাকডারমট ও ম্যাথু শর্ট–দুজনই আউট হয়েছেন ফুলটস বলে। আর্শদীপ দলের বোলিং পারফরম্যান্স নিয়ে বলেছেন, ‘ভারতীয় দলে বোলিং বিভাগের যে মান আমরা ঠিক করেছি, এটি এর ধারেকাছেও ছিল না। তবে অনেক শিক্ষা পেয়েছি। ভবিষ্যতে ভুল শুধরে আরও ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিত করব আমি।’

জনসন-ওয়ার্নার বিতর্কে কী বললেন ক্লার্ক-খাজারা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে প্রথম টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গা পাওয়ার কড়া সমালোচনা করেছিলেন মিচেল জনসন। উসমান খাজার তা সহ্য হয়নি। জাতীয় দলে নিজের ওপেনিং সতীর্থের পক্ষে মুখ খুলেছেন খাজা। বলেছেন, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথকে নায়ক বলেই মনে করেন খাজা।

জনসনের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন বেইলির ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ টেস্টের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এই সিরিজ খেলেই টেস্ট ক্যারিয়ারকে বিদায় জানাবেন, ৩৭ বছর বয়সী ওয়ার্নার গত জুনেই জানিয়েছেন। ১৪ ডিসেম্বর পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য দলে ডাকা হয় ওয়ার্নারকে।

এরপর ‘দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান’-এ লেখা কলামে অস্ট্রেলিয়ারই সাবেক পেসার জনসন এ নিয়ে বলেন, টেস্টে বাজে ফর্মে থাকা ওয়ার্নারকে কেন ‘নায়োকোচিত বিদায়’ দেওয়া হবে। ‘কেউ আমাকে বলতে পারবেন, এটা কেন’–এমন প্রশ্ন তোলেন জনসন। ওয়ার্নার ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে ‘স্যান্ডপেপার-গেট’ কেলেঙ্কারির মূল হোতা ছিলেন, সেটাও মনে করিয়ে দেন। বল বিকৃত করার সেই ঘটনায় এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ওয়ার্নার ও স্মিথ।

কিন্তু খাজা আজ সংবাদকর্মীদের বলেন, ‘ডেভিড ওয়ার্নার এবং স্টিভ স্মিথ আমার চোখে নায়ক। কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নন; মিচেল জনসন, আমি, স্টিভেন স্মিথ এবং ডেভিড ওয়ার্নারও নয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তারা খেলাটির জন্য যা করেছে, তা অন্য যা কিছু করেছে, সেগুলোকে ছাপিয়ে যায়। তাই এখন যদি বলা হয়, ডেভিড ওয়ার্নার কিংবা স্যান্ডপেপার-গেটের সঙ্গে জড়িত অন্য কেউ নায়ক নয়, আমি কঠোরভাবে তাতে অসম্মতি জানাই।’

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘নিউজ কর্পো’ জানিয়েছে, জনসনের এই কলামের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে, অস্ট্রেলিয়ায় রিকি পন্টিংয়ের যুগ আর এখনকার যুগের ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা দীর্ঘ ফাটল আছে।

গত বছর ফেব্রুয়ারিতে জাস্টিন ল্যাঙ্গার কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে ‘ভীরু’ বলেছিলেন জনসন।

এর পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নীরব হয়ে পড়ে, যেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন জনসন, কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক ও নাথান লায়ন।

ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে দলে নেই অধিনায়ক বাভুমা

আপনজন ডেস্ক: অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে বাদ রেখেই ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দেওয়া বাভুমা নেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও। দুই সংস্করণেই দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কত্ব করবেন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান এইডেন মার্করাম। তবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে না থাকলেও টেস্ট অধিনায়কত্ব বাভুমাই করবেন। ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি এবং দুটি টেস্ট খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার (সিএসএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতের বিপক্ষে সাদা বল ক্রিকেটের দুই সিরিজে বাভুমা ও কাগিসো রাবাদাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। দুজনই এ সময় টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিতে মনোযোগ দেবেন।

বাভুমার টি-টোয়েন্টি দলে না থাকাটা আগে থেকেই অনুমেয়। এই সংস্করণে ছন্দহীনতার করণে আগেই নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তবে ওয়ানডে সিরিজে না থাকাটা কিছুটা হলেও বিস্ময়কর। গত মাসে ভারতে শেষ হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাভুমার নেতৃত্বে সেমিফাইনালে খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। দল ভালো করলেও অধিনায়ক বাভুমার ব্যাটে ছিল রানখরা।

ধোনির সঙ্গে অনেক দিন আগের আলোচনা এখনো হোপের অনুপ্রেরণা

আপনজন ডেস্ক: ‘অনেক দিন আগে’ মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে এক আলোচনা এখনো তাঁর জন্য অনুপ্রেরণা বলে জানিয়েছেন শেই হোপ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যান্টিগায় দুর্দান্ত এক শতকে রোমাঞ্চকর ও রেকর্ড গড়া জয় এনে দেওয়ার পর এমন জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক।

৩২৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ক্যারিয়ারের ১৬তম শতকের পথে হোপ খেলেছেন ৮৩ বলে ১০৯ রানের ইনিংস। ৪৯তম ওভারে স্যাম কারেনের ৪ বলের মধ্যে ৩ ছক্কায় নিজের শতক ও পরে দলের জয়–দুটিই নিশ্চিত করেন হোপ। ৭ বল বাকি থাকতেই ক্যারিবীয় মাটিতে নিজেদের সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ম্যাচ ‘ফিনিশ’ করার পর ম্যাচসেরা হোপ পরে পুরস্কার বিতরণীতে এসে বলেন, ‘খুব, খুব বিখ্যাত একজন ব্যক্তি এম এস (মহেন্দ্র সিং) ধোনি। অনেক দিন আগে আমাদের কথা হয়েছিল। সে বলছিল, “তুমি যা ভাবছ, সব সময়ই তার চেয়ে বেশি সময় পাবে।” যত দিন ধরে ওয়ানডে ক্রিকেট খেলছি, ওই একটা ব্যাপার আমার সঙ্গে থেকে গেছে।’

দারুণ শুরুর পরও ২১৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে পথ হারাতে বসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রোমারিও শেফার্ডের সঙ্গে ৫১ বলে ৮৯ রানের জুটিতে অনেকটাই এগিয়ে যায় তারা। যদিও গাস অ্যাটকিনসনের ৪৮তম ওভারে শেফার্ড ফেরেন, আসে মাত্র ৫ রান।

হোপ জানিয়েছেন, কারেনের করা ৪৯তম ওভারটিকেই লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তিনি বলেছেন, ‘মাঠের যে আকৃতি, সঙ্গে বাতাসের প্রভাব–আমি মনে করেছি ওই ওভারটিকেই তাক করা দরকার। আমরা জানতাম, অন্য প্রান্ত থেকে রান করা কঠিন হবে, বিশেষত বাতাসের বিপক্ষে। যা-ই ঘটুক না কেন, আমি শেষের আগের ওভারেই আক্রমণ করতে চেয়েছি, যাতে জয়ের সেরা সুযোগটি পাই।’

শেষ ২ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল ১৯ রান। কারেনের প্রথম ৪ বলের মধ্যে হোপ মারেন দুটি ছক্কা, এর মধ্যে দ্বিতীয়টিতে শতকও পূর্ণ করেন। হোপ বলেছেন, তিনি নিজেই ‘শেষ’ করে আসতে চেয়েছেন, ‘দ্বিতীয়টির (৪৯তম ওভারের দ্বিতীয় ছক্কা) পরই জানতাম, আমরা ম্যাচ নিজেদের দিকে নিয়ে এসেছি। যদি ম্যাচ শেষ করতে ওই ওভারই থাকত, তাহলে আমি পারলে ১ ওভার বাকি রেখেই শেষ করতাম। অন্য কারও ওপর ছেড়ে দিতে চাইতাম না, শেষে গিয়ে শেষ করাই লক্ষ্য ছিল।’

এ বছরের শুরুতে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব পেলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বিশ্বকাপে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন হোপ। যদিও তাঁর নিজের ব্যাটিংয়ে উন্নতি হয়েছে অনেক। ওপেনিং থেকে চার নম্বরে নেমে গিয়ে দারুণ সময়ই কাটাচ্ছেন তিনি। এ ম্যাচে ৫ হাজার রানের মাইলফলকও ছুঁয়েছেন তিনি। তাঁর লেগেছে ১১৪ ইনিংস, বিরাট কোহলি ও ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে যা তৃতীয় দ্রুততম।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এ জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলেও মনে করেন তিনি, ‘লক্ষ্য যেটিই হোক, আমাদের সেটি তাড়া করতে হবে। যদি আপনি জিততে চান, তাহলে শুধু প্রতিপক্ষকে ১৫০ বা ১৬০ রানে অলআউট করে দিয়েই জিততে পারবেন না–যেকোনো অবস্থান থেকেই জিততে হবে আমাদের। ড্রেসিংরুমে এই বিশ্বাসই থাকতে হবে। যা-ই ঘটুক না কেন, এটিই তৈরি করতে চাইব আমি।’

ছবি: ইনস্টাগ্রাম

এভাবেই জনতার ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি। এই ছবি পোস্ট করে শামি লিখেছেন, ‘আমাকে ভালোবাসার জন্য এবং সমর্থন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সবাইকে ভালোবাসি।’

যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে ফুটবল বড়রায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন● বীরভূম

আপনজন ডেস্ক: মোবাইল ছাড়ুন, খেলার মাঠে আসুন।খেলায় বা শরীর চর্চায় শরীর গঠন হয়,রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে,মন মানসিকতা স্থির থাকে,একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূরণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।বর্তমান মোবাইলের পরিস্থিতিতে গ্রামে গঞ্জে খেলাধুলা বিলুপ্তির পথে।যুব সম্প্রদায় এখন মোবাইল নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত। যুব সমাজকে মাঠমুখী করানোই খেলার মূল উদ্দ্যেশ্য বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়।বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের কাঁকড়তলা থানার বড়রা আমরা সবাই এর পরিচালনায় ৮ টি দলকে নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল দুর্গাপূজার সময়। রবিবার ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা, দর্শকভরা মাঠে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।চুড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিরকুলটি আয়ূস একাদশ বীরভূমের বাস্তবপুর হেমরম ব্রাদার্সকে ১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী ঘোষিত হয়। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দলকে ৭১ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলকে ৫১ হাজার টাকাও ট্রফি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ম্যান অফ দি সিরিজ,ম্যান অফ দি ম্যাচ,বেষ্ট প্লেয়ার,বেষ্ট গোলকিপারকে পুরস্কৃত করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারায় উপস্থিত জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম এর কাছে দর্শকদের সুবিধার্থে মাঠের পাশে গ্যালারি করে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। খেলার আসরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাজি,জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য অরুন চক্রবর্তী, মুনমুন ঘোষ ও কামেলা বিবি। দুবরাজপুর পৌরসভার পৌরপিতা পীযূষ পান্ডে,কাঁকড়তলা থানার ও সি শামিম খান, সমাজসেবী সেরাফত খান, মৃনাল কান্তি ঘোষ, সেখ জয়নাল, কাঞ্চন দে, শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী, কেনিজ রাশেদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ফুটবল প্রতিযোগিতার সম্পর্কে আয়োজকদের পক্ষে বিস্তারিত বিবরণ দেন সেখ মিরাজ।

মেসির ২০১০ ব্যালন ডি’অর জয় ছিল ‘অন্যায্য’

আপনজ ডেস্ক: ২০০৭ সালে তৃতীয় এবং ২০০৮ সালে দ্বিতীয় হওয়ার পর ২০০৯ সালে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার জেতেন লিওনেল মেসি। এরপর টানা আরও ৩টি। মেসির এই চারটি ব্যালন ডি’অর পুরস্কারের মধ্যে একটি তাঁর প্রাপ্য ছিল না বলে মনে করেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক প্লেমেকার ওয়েসলি স্নাইডার। তাঁর মতে, ২০১০ সালে মেসির ব্যালন ডি’অর ট্রফি জয়টা ছিল ‘অন্যায্য’! ২০০৯-১০ মৌসুমটা দুর্দান্তই কেটেছিল স্নাইডারের। ডাচ মিডফিল্ডার সেবার জোসে মরিনিওর ইন্টার মিলানের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, সিরি আ ও ইতালিয়ান কাপের শিরোপা। এ ছাড়া ২০১০ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে ফাইনালে তুলতেও বড় ভূমিকা রাখেন স্নাইডার; ফাইনালে যদিও স্পেনের কাছে হেরে গিয়েছিল ডাচরা। অন্যদিকে সেই মৌসুমে লিওনেল মেসি বার্সেলোনার হয়ে শুধু লা লিগার শিরোপা জেতেন। ডিয়েগো ম্যারাডোনার কোচিংয়ে আর্জেন্টিনা সেবার দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে ৪-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল। সব মিলিয়ে ২০১০ সালের ব্যালন ডি’অরে মেসির চেয়ে তাঁরই ওপরে থাকার উচিত ছিল বলে মনে করেন স্নাইডার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, প্রথম তো নয়ই, স্নাইডার সেবার ব্যালন ডি’অর জয়ের দৌড়ে সেরা তিনেও ছিলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিলেন সেই সময়ে মেসির দুই বার্সা সতীর্থ স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা ও জাভি হার্নান্দেজ।

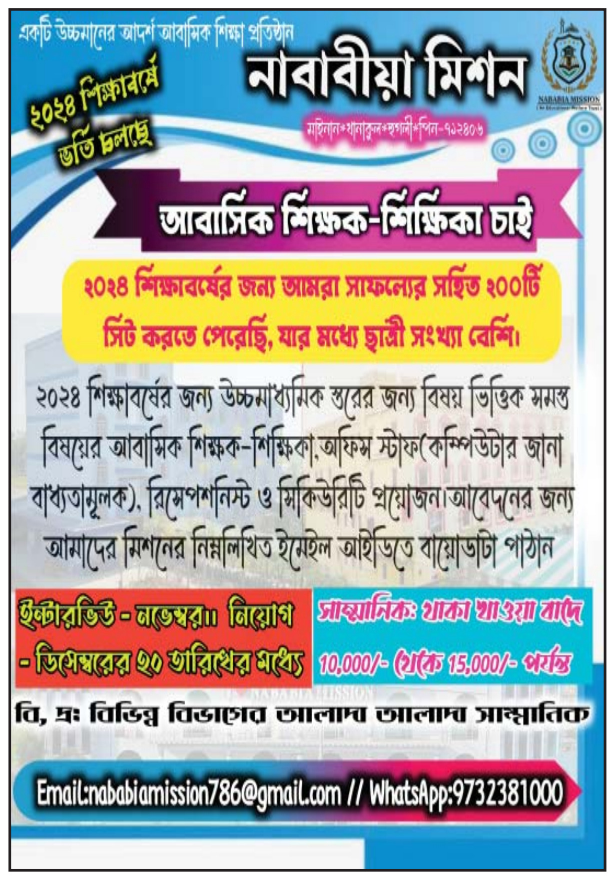

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**